

ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এ হাতেখড়ি

তাসমীম রেজা
মামনুন সিয়াম

Draft ১১ মে ২০২১

কিছু ব্রুটফোর্স, ব্যাকড্র্যাকিং এবং বিটমাস্ক ট্রিকস

১.১ একটুখানি বিট

১.১.১ কম্পিউটার কিভাবে সংখ্যা স্টোর রাখে?

000000000000000000000000000000000111011

ডাটা টাইপ আবার দুইধরনের হতে পারে, Signed এবং Unsigned (যেমন, `int`, `unsigned int`)। Signed ডাটা টাইপে ঋণাত্মক আর অঋণাত্মক সংখ্যা স্টোর রাখা এবং হিসাব নিকাশ করার জন্য 2's complement ব্যবহার করা হয়। একটা u সাইজের signed ডাটা টাইপের ক্ষেত্রে যেকোনো সংখ্যা x এর 2's Complement x' কে এমনভাবে ডিফাইন করা হয় যেন তা নিচের শর্ত পূরণ করে:

$$x + x' = 2^u$$

। এই x' কেই কম্পিউটার $-x$ হিসেবে চিনে। এটা করে লাভ কি হলো? খেয়াল করো, $x + (-x)$ করার পরে কিন্তু কম্পিউটার যেটা পাচ্ছে তা হলো 2^u (অর্থাৎ, u -তম বিট অন শুধু, বাকি সব ০)। কিন্তু u সাইজের একটা ডাটা টাইপ তো শুধু $u-1, u-2, \dots, 2, 1, 0$ বিট গুলো স্টোর রাখতে পারে! তাহলে সে আসলে ঐ u -তম বিটটা ফেলে দিবে আর শেষপর্যন্ত সে যেটা সেভ রাখবে সেটার সব বিট অফ হবে – অর্থাৎ শূন্য। তাই তো হওয়ার কথা! একটা সংখ্যার সাথে তার যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে তও শূন্যই পাওয়ার কথা। তুমি যদি একটু চিন্তা করে দেখো, তাহলে দেখবে, দুটি সংখ্যা x আর y দিয়ে কম্পিউটারকে যদি বলা হয় $x - y$ হিসাব করতে, তাহলে সে কিন্তু x এর সাথে y' যোগ করে দিয়েই বিয়োগফল বলে দিতে পারবে! আর বাইনারিতে যোগ করা তও সোজা।

১.১.২ বিট অপারেশনসমূহ

And অপারেশন

দুটো সংখ্যা x আর y এর and অপারেশন $x \& y$ এমন একটা সংখ্যা বের করবে যেটার বাইনারিতে i -তম বিট অন থাকবে যদি ও কেবল যদি x আর y উভয়ের i -তম বিট অন থাকে। যেমন $207 \& 158 = 142$ ।

$$\begin{array}{r} 11001111 \quad (207) \\ \& 10011110 \quad (158) \\ \hline = 10001110 \quad (142) \end{array}$$

Or অপারেশন

দুটো সংখ্যা x আর y এর or অপারেশন $x \mid y$ এমন একটা সংখ্যা বের করবে যেটার বাইনারিতে i -তম বিট অন থাকবে যদি ও কেবল যদি x এবং y এর অন্তত একটির i -তম বিট অন থাকে। যেমন $79 \mid 44 = 111$ ।

$$\begin{array}{r} 01001111 \quad (79) \\ \mid 00101100 \quad (44) \\ \hline = 01101111 \quad (111) \end{array}$$

Xor অপারেশন

দুটো সংখ্যা x আর y এর xor অপারেশন $x \wedge y$ এমন একটা সংখ্যা বের করবে যেটার বাইনারিতে i -তম বিট অন থাকবে যদি ও কেবল যদি x এবং y এর মধ্যে বরাবর একটিতে i -তম বিট অন থাকে। যেমন $245 \wedge 67 = 182$ ।

$$\begin{array}{r} 11110101 \quad (245) \\ \wedge 01000011 \quad (67) \\ \hline = 10110110 \quad (182) \end{array}$$

Not অপারেশন

কোন সংখ্যা x এর উপর Not অপারেশন ($\sim x$) অ্যাপ্লাই করলে এমন একটা সংখ্যা পাওয়া যায় যার প্রত্যেকটা বিট x এর উল্টা। যেমন, 16-bit ডাটা টাইপের জন্যঃ

$$\begin{array}{rcl} x & = & 14977 \quad 0011101010000001 \\ \sim x & = & -14978 \quad 1100010101111110 \end{array}$$

চিন্তা করে দেখো এই ফর্মুলাটা কেন কাজ করেঃ $-x = \sim x + 1$ ।

বিট শিফট

Todo.

```
int someShit;
```

উদাহরণ ১.১.১. তোমাকে একটি n সাইজের অঋণাত্মক সংখ্যার অ্যারে a ($1 \leq n \leq 20, 0 \leq a_i \leq 10^9$) দেওয়া হয়েছে, তোমাকে বলতে হবে ঐ অ্যারে এর একটি উপাদান সর্বোচ্চ একবার নিয়ে কোন কোন যোগফল বানানো যায়।

অধ্যায় ২

ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেন্সিয়েশন

২.১ শুরুর কথা

নামটা শুনে কঠিন মনে হলেও ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেন্সিয়েশন আসলে তেমন কঠিন কিছু না। ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে কমবেশি সবারই জানা থাকার কথা। তারপরেও যারা এ সম্পর্কে জানো না তারা ম্যাট্রিক্সকে 2D অ্যারের মত চিন্তা করতে পার। বাইরে থেকে দুটি একইরকমই দেখতে। যদি কোন ম্যাট্রিক্সের n টি সারি আর m টি কলাম থাকে তাহলে ম্যাট্রিক্সটিকে $n \times m$ ম্যাট্রিক্স বলা হয়। যেমন নিচের ম্যাট্রিক্সটি একটি 2×3 ম্যাট্রিক্স।

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 9 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

ঠিক অ্যারের মতই কোন ম্যাট্রিক্স A এর i তম সারির j তম সংখ্যাকে A_{ij} দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন উপরের ম্যাট্রিক্সের জন্য $A_{11} = 1$, আবার $A_{23} = 7$ । ম্যাট্রিক্সের যোগ, বিয়োগও সম্ভব, তবে তুমি একটি $n \times m$ ম্যাট্রিক্সের সাথে আরেকটি $n \times m$ ম্যাট্রিক্সই যোগ বা বিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে A এবং B যোগ করে C পাওয়া গেলে $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ হতে হবে। যেমন

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 3-1 \\ 9+3 & 0+1 \end{pmatrix}$$

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের গুন। গুনের ক্ষেত্রে একটি $n \times m$ ম্যাট্রিক্সের সাথে কেবল একটা $m \times l$ ম্যাট্রিক্স গুন করতে পারবে এবং গুণফল হবে একটা $n \times l$ ম্যাট্রিক্স। অর্থাৎ প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা আর দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা সমান হতে হবে। C যদি A এবং B ম্যাট্রিক্সের গুণফল হয় তাহলে

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} B_{kj} \quad (2.1)$$

যেমন ধর,

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 9 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 12 & 13 \end{pmatrix}$$

এখানে 2×3 ম্যাট্রিক্সের সাথে 3×4 ম্যাট্রিক্স গুন করে 2×4 ম্যাট্রিক্স পাওয়া গিয়েছে। তবে গুণফলটা আসলে কীভাবে বের হল সেটা হয়ত (২.১) সমীকরণ দিয়ে ভালভাবে কল্পনা করা একটু কঠিন। এজন্য আমাদের ভেক্টর-ভেক্টর গুণফল ভালভাবে বুঝতে হবে আগে।

২.২ ভেক্টর-ভেক্টর গুণফল

$n \times 1$ বা $1 \times n$ আকারের ম্যাট্রিক্সগুলোর একটি বিশেষ নাম আছে। এদের কে ভেক্টর বলা হয়। স্বভাবতই, $1 \times n$ ম্যাট্রিক্স রো ভেক্টর (row vector) নামে পরিচিত, কারণ এটি অনেকটা রো এর মতই দেখতে। একই ভাবে $n \times 1$ ম্যাট্রিক্স কলাম ভেক্টর (column vector) নামে পরিচিত, কারণ এটি অনেকটা কলামের মত দেখতে। সাইজ দেখেই বুঝতে পারছ, n সাইজের একটি রো ভেক্টর এর সাথে n সাইজের একটি কলাম ভেক্টর গুন করলে 1×1 ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে। এই 1×1 ম্যাট্রিক্সকে ম্যাট্রিক্স না বলে একটা সংখ্যা হিসেবেই কল্পনা করা যায়। এই যে আমরা একটা রো ভেক্টর এর সাথে কলাম ভেক্টরের গুন করলাম এটারও একটা বিশেষ নাম আছে কিন্তু। এটাকেই বলা হয় ম্যাট্রিক্সের ডট প্রডাক্ট। এই গুণফলকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

$$(a_1 \ a_2 \ a_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

এখানে আমরা 3 সাইজের ভেক্টর এর জন্য দেখলাম, কিন্তু অন্য ভেক্টর এর জন্যও একি ভাবে বের করা যাবে। সোজা কথায় রো ভেক্টরের i তম সংখ্যার সাথে কলাম ভেক্টরের i তম সংখ্যা গুন দিয়ে সবগুলোর যোগফল নিলেই হবে। আমরা একটু আগে যে ম্যাট্রিক্স গুণফল শিখেছিলাম তার চেয়ে কিন্তু এটা ভিজুয়ালাইজ করা বেশ সহজ।

একটা জিনিশ খেয়াল কর। একটি $n \times m$ ম্যাট্রিক্স কিন্তু n টা রো ভেক্টর নিচে নিচে সাজালেই পাওয়া যাবে। একইভাবে একটি $n \times m$ ম্যাট্রিক্সকে m টি কলাম ভেক্টর পাশাপাশি সাজালেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেকোনো ম্যাট্রিক্সকেই কিছু রো ভেক্টর বা কিছু কলাম ভেক্টর এর সমাহার হিসেবে চিন্তা করা যায়।

এবার আমরা ম্যাট্রিক্স গুনকে একটু ভিন্ন ভাবে দেখতে পারি। A এর i তম রো এবং B এর j তম কলাম ডট গুন করলেই আমরা AB এর (i, j) অবস্থানের মান বের করতে পারব। নিচের ম্যাট্রিক্সটি দেখ।

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 9 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 14 & 5 & 4 \\ 52 & 61 & 28 & 20 \end{pmatrix}$$

ধর আমরা গুণফলের $(2, 3)$ অবস্থানের মান বের করতে চাই। তাহলে বামপাশের ম্যাট্রিক্সের 2 তম রো এবং ডান পাশের ম্যাট্রিক্সের 3 তম কলাম নিব। ছবিতে রো আর কলাম দুটি মার্ক করে দিয়েছি। এবার এই রো ভেক্টর আর কলাম ভেক্টর গুন করলেই কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি পেয়ে যাব।

$$(9 \ 0 \ 7) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = (9 \times 0) + (0 \times -1) + (7 \times 4) = \boxed{28}$$

এখন চিন্তা করলে দেখ। (২.১) এ যে সূত্র লেখেছিলাম সেটা কিন্তু আসলে A এর i তম রো এবং B এর j তম কলামের ডট গুনই করছে। অর্থাৎ দুটি আসলে একই জিনিশ। কিন্তু ভেক্টর ভেক্টর গুন ভালভাবে বুঝে গেলে ম্যাট্রিক্স গুনের পুরো প্রক্রিয়াটি ভিজুয়ালাইজ করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

২.৩ অ্যাসোসিয়েটিভিটি

ম্যাট্রিক্স গুণফলের সবচেয়ে চমদপ্রদক দিক হল অ্যাসোসিয়েটিভিটি। যেমন ধর তুমি তিনটি ম্যাট্রিক্স A, B, C গুন করতে চাও, অর্থাৎ ABC এর মান বের করতে চাও। তাহলে তুমি AB এর সাথে C কে গুন করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে, A এর সাথে BC কে গুন করলে একই ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে। সহজ ভাষায় $A(BC) = (AB)C$ । সোজা কথায় আমরা যেভাবেই ব্রাকেট বসাই না কেন একই উত্তর

আসবে। এই বৈশিষ্ট্য আমাদের পরে কাজে লাগবে। তবে সাবধান! AB কিন্তু BA এর সমান নয়। কোনটিকে আগে কোনটিকে পরে গুন করতে হবে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

২.৪ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর সাথে সম্পর্ক

আবার ফিবোনাচ্চি সমস্যায় ফেরত যাওয়া যাক। রিকারেন্সটি নিশ্চয় মনে আছে,

$$\begin{aligned}f_0 &= 0 \\f_1 &= 1 \\f_n &= f_{n-1} + f_{n-2}\end{aligned}$$

তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এই রিকারেন্স থেকে আবার ম্যাট্রিক্স আসলো কী করে? একটু মাথা খাটালে বুঝতে পারবে এরকম রিকারেন্সকে কিন্তু ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \end{pmatrix} = f_{n-1} + f_{n-2} = f_n$$

এটা মনে হয় একটু বেশি সহজ হয়ে গেল। একটু জেনারেল কেইস নিয়ে চিন্তা করি। ধর আমাদের রিকারেন্সটি দেখতে এরকম:

$$f_n = a_1 f_{n-1} + a_2 f_{n-2} + a_3 f_{n-3} + \cdots + a_k f_{n-k} \quad (২.২)$$

এখানে a_1, a_2, \dots, a_k ধ্রুবক (যেমন ফিবোনাচ্চি রিকারেন্সে $a_1 = a_2 = 1$)। এই ধরনের রিকারেন্সের নাম লিনিয়ার রিকারেন্স। এই রিকারেন্সের ডিগ্রি k কারণ এখানে প্রতিটি পদ আগের k টি পদের ওপর নির্ভর করছে। সব ধরনের লিনিয়ার রিকারেন্স ম্যাট্রিক্স গুণফল দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = a_1 f_{n-1} + a_2 f_{n-2} + \cdots + a_k f_{n-k} = f_n \quad (২.৩)$$

এখন আমাদের কি টারগেট সেটা জানা দরকার। নিচের কলাম ভেক্টর দুটি দেখ। আমাদের টারগেট হল বাম পাশের ভেক্টরের সাথে একটি ম্যাট্রিক্স গুন করে ডান পাশের ভেক্টরটি পাওয়া।

$$\begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ \vdots \\ f_{n-k+1} \end{pmatrix}$$

একটা k সাইজের কলাম ভেক্টর থেকে আরেকটা k সাইজের কলাম ভেক্টর পেতে চাইলে আমাদের অবশ্যই একটি $k \times k$ ম্যাট্রিক্স দিয়ে ভেক্টরটিকে বাম দিকে গুন করতে করতে হবে (অন্য আকার সম্ভব নয়। এটা নিজে প্রমাণ করার চেষ্টা কর)। অর্থাৎ সমীকরণটি দেখতে কিছুটা এমন হবে।

$$\begin{pmatrix} \phantom{f_{n-1}} \\ \phantom{f_{n-2}} \\ \phantom{f_{n-3}} \\ \vdots \\ \phantom{f_{n-k}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ \vdots \\ f_{n-k+1} \end{pmatrix}$$

এখন তোমার এখানে পড়া থামিয়ে দাও। কিছুক্ষণ চিন্তা কর কিভাবে ম্যাট্রিক্সটি বানানো যায়। এটা বেশ সহজই, তাই আমি বলব আগে নিজে কিছুক্ষণ চেষ্টা করতে।
যদি চেষ্টা করার পরে না বুঝতে পারো, তাহলে প্রথমে লক্ষ্য কর। প্রথম রো তে কিন্তু আমরা (২:৩) এর রো ভেক্টরটাই বসিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সটি এখন:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_n \end{pmatrix}$$

অর্থাৎ $f_{n-1}, f_{n-2}, \dots, f_{n-k}$ থেকে আমরা f_n বানাতে পারলাম। আসল কাজ কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমাদের ভেক্টরটি থেকে $f_{n-1}, f_{n-2}, \dots, f_{n-k+1}$ এগুলোর মান বের করতে হবে। কিন্তু এগুলো ভেক্টরে অলরেডি আছে। যেমন f_{n-1} পেতে পারি এভাবে:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = f_{n-1}$$

আবার f_{n-2} পেতে চাইলে

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = f_{n-2}$$

এই প্যাটার্ন ধরে আমরা পুরো ম্যাট্রিক্সটিই বানিয়ে ফেলতে পারব

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ \vdots \\ f_{n-k+1} \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

ম্যাট্রিক্স এক্সপনেনশিয়েশন এর ম্যাট্রিক্স বানানো শিখে গিয়েছি আমরা!

২.৫ ফিবোনাচ্চি ম্যাট্রিক্স

এবার আমরা ফিবোনাচ্চি ম্যাট্রিক্স বানানোর জন্য প্রস্তুত। আগের অংশে আমরা দেখিয়েছি ফিবোনাচ্চি রিকারেন্সটিকে এভাবে লেখা যায়

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \end{pmatrix} = f_n$$

আর আমরা এমন একটি ম্যাট্রিক্স A বানাতে চাই যেন

$$A \times \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \end{pmatrix}$$

হয়। তাহলে (২.৪) অনুযায়ী A ম্যাট্রিক্সটি হবে

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

এখন লক্ষ্য কর, A ম্যাট্রিক্সটি যদি দুইবার গুন করি তাহলে কিন্তু $\begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \end{pmatrix}$ থেকেই $\begin{pmatrix} f_{n+2} \\ f_{n+1} \end{pmatrix}$ পেয়ে যাবো। কারণ

$$A \times A \times \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \end{pmatrix} = A \times \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{n+2} \\ f_{n+1} \end{pmatrix}$$

লক্ষ্য কর এখানে আমরা ম্যাট্রিক্সের অ্যাসোসিয়েটিভিটি ধর্মটি ব্যবহার করেছি। আগেই বামদিকের ম্যাট্রিক্স দুটো গুন না করে ডানদিকের ম্যাট্রিক্স আর ভেক্টর আগে গুন করে নিয়েছি। আবার যদি আমরা দুইবারের বদলে m বার A ম্যাট্রিক্সটি গুন করতাম, তাহলে একইভাবে আমরা পাব

$$A^m \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \end{pmatrix} = A^{m-1} \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} f_{n+m} \\ f_{n+m-1} \end{pmatrix}$$

উপরের সমীকরণে $n = 1$ বসালে আমরা পাব

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} f_1 \\ f_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{m+1} \\ f_m \end{pmatrix}$$

তোমরা হয়ত ভাবছ, এত কিছু বের করে আসলে কী লাভ হল। আমরা শুরুতে যখন n তম ফিবোনাচি নাম্বার বের করা শিখেছিলাম সেটার কমপ্লেক্সিটি ছিল $\mathcal{O}(n)$ । কিন্তু ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেন্সিয়েশন দিয়ে আমরা কাজটা $\mathcal{O}(\log n)$ এই করে ফেলতে পারি। কারণ দেখ, n তম ফিবোনাচি নাম্বার বের করতে আমাদের A^n কে ফাস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। এজন্য কিন্তু আমরা সংখ্যার ক্ষেত্রে a^b যেভাবে বাইনারি এক্সপোনেন্সিয়েশন দিয়ে বের করি সেভাবেই কাজটা করে ফেলতে পারি। অর্থাৎ n জোড় হলে প্রথমে $A^{\frac{n}{2}}$ বের করে তাকে বর্গ করে দিলেই হচ্ছে। আবার n বিজোড় হলে প্রথমে A^{n-1} বের করে তার সাথে A গুন করে দিলেই হচ্ছে। এভাবে আমাদের $\mathcal{O}(\log n)$ বার দুটি 2×2 ম্যাট্রিক্স গুন করতে হচ্ছে। দুটি 2×2 ম্যাট্রিক্স গুন করার কমপ্লেক্সিটি আমরা $\mathcal{O}(1)$ ই ধরতে পারি। তাই সবমিলিয়ে কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(\log n)$ ।

তবে একটা জিনিশ বলে রাখা দরকার। এখানে ম্যাট্রিক্স এর আকার অনেক ছোট বলে আমরা দুটি ম্যাট্রিক্স গুন করার কমপ্লেক্সিটি $\mathcal{O}(1)$ ধরেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বেশ বড় ম্যাট্রিক্স লাগতে পারে (যেমন ধর 50×50 ম্যাট্রিক্স)। সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাট্রিক্স গুন করার কমপ্লেক্সিটি $\mathcal{O}(1)$ ধরলে হবে না। খেয়াল করলে দেখবে দুটি $k \times k$ ম্যাট্রিক্স গুন করতে আমাদের $\mathcal{O}(k^3)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমাদের ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেন্সিয়েশনের কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(k^3 \log n)$, যেখানে k হল আমাদের লিনিয়ার রিকারেন্সের ডিগ্রি।

২.৬ আরো কিছু উদাহরণ

আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক। ধর এবার আমাদের রিকারেন্সটি হল

$$\begin{aligned} f_0 &= 0 \\ f_1 &= 2 \\ f_2 &= 1 \\ f_n &= 2f_{n-1} + 3f_{n-2} - 7f_{n-3} \end{aligned}$$

যেহেতু f_n আগের তিনটি পদের ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের এবার একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স খুঁজতে হবে। ফিবোনাচ্চির ম্যাট্রিক্স তা যদি বুঝে থাক তাহলে এটা বের করাও তেমন কঠিন না। নিচের ম্যাট্রিক্সটা দেখ

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ f_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2f_n + 3f_{n-1} - 7f_{n-2} \\ 1f_n + 0f_{n-1} + 0f_{n-2} \\ 0f_n + 1f_{n-1} + 0f_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \\ f_{n-1} \end{pmatrix}$$

মজার ব্যাপার হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়েই একাধিক লিনিয়ার রিকারেন্স কে হ্যান্ডল করা যায়। এই ট্রিকটা এমন প্রবলেমগুলোতে লাগে যেখানে একের বেশি লিনিয়ার রিকারেন্স আছে এবং একটি রিকারেন্স আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। নিচের উদাহরণ দেখলে বুঝবে।

$$\begin{aligned} f_n &= 2f_{n-1} + g_{n-2} \\ g_n &= g_{n-1} + 3f_{n-2} \end{aligned}$$

ধরে নাও f_0, f_1, g_0, g_1 এর মান জানা আছে। অর্থাৎ এগুলো আমাদের বেস কেইস। এবার আমাদের ভেক্টরে কিন্তু শুধু f_n, f_{n-1} রাখলে চলবে না, বরং g_n, g_{n-1} এর মানও রাখতে হবে। যদি এটা ধরতে পারো তাহলে আগেরগুলোর মতই এটাও বের করে ফেলা যায়

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ g_n \\ g_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2f_n + g_{n-1} \\ f_n \\ 3f_{n-1} + g_n \\ g_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \\ g_{n+1} \\ g_n \end{pmatrix}$$

আশা করি ম্যাট্রিক্স বানানো নিয়ে কারো কোন সমস্যা নেই আর।

প্রবলেম ২.৬.১. নিচের রিকারেন্সটির জন্য ম্যাট্রিক্স বের কর।

$$\begin{aligned} f_0 &= 0 \\ f_1 &= 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2} + n \end{aligned}$$

সমাধান। এটা প্রায় ফিবোনাচ্চি সমস্যাটির মতোই, কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে রিকারেন্সে একটি n যোগ করা হয়েছে। এটা না সরালে প্রবক কোন ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবেনা। এজন্য আমরা আগের সমস্যার মত এমন আরেকটি রিকারেন্স g বের করতে পারি যেন $g_n = n$ হয়। এটা বের করা বেশ সহজ

$$\begin{aligned} g_0 &= 0 \\ g_n &= g_{n-1} + 1 \end{aligned}$$

এরপর n এর বদলে g_n বসিয়ে দিলেই আমরা ঠিক আগের উদাহরণের মত ম্যাট্রিক্সটি বের করতে পারব। রিকারেন্স দুটোকে এক করলে পাব

$$\begin{aligned} g_n &= g_{n-1} + 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2} + g_n \end{aligned}$$

প্রবলেম ২.৬.২. নিচের ধারাটির জন্য ম্যাট্রিক্স বের কর

$$\sum_{i=1}^n i^k = 1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$$

সমাধান। যদিও এটা ঠিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর সমস্যা না, এরপরেও ম্যাট্রিক্স এক্সপো এর খুব সুন্দর একটা উদাহরণ। যোগফলের জন্য খুব সহজ একটা রিকারেন্স বের করতে পারি

$$f_0 = 0$$

$$f_n = f_{n-1} + n^k$$

এখানেও n^k পদটা ঝামেলা করছে। যদি $k = 1$ হত তাহলে কিন্তু আমরা আগের মতই $g_n = n$ এর রিকারেন্সটা বসিয়ে দিতে পারতাম। তাহলে আরেকটু কঠিন কেস চিন্তা করি। $k = 2$ হলে কী করতাম? তখন আমাদের এমন একটি রিকারেন্স h লাগত যেন $h_n = n^2$ হয়। এটা বের করাও কিন্তু বেশ সহজ।

$$h_0 = 0$$

$$h_n = h_{n-1} + 2g_{n-1} + 1$$

এখানে আমরা $n^2 = (n-1)^2 + 2(n-1) + 1$ অভেদটি ব্যবহার করেছি। n^2 এর বদলে h_n , $(n-1)^2$ এর বদলে h_{n-1} এবং $(n-1)$ এর বদলে g_{n-1} বসিয়ে দিলেই রিকারেন্সটি পেয়ে যাব। একইভাবে আমরা n^3 এর রিকারেন্সটিও বের করতে পারি। p_n যদি n^3 এর রিকারেন্স হয়, তাহলে $n^3 = (n-1)^3 + 3(n-1)^2 + 3(n-1) + 1$ থেকে আমরা পাব

$$p_0 = 0$$

$$p_n = p_{n-1} + 3h_{n-1} + 3g_{n-1} + 1$$

প্যাটার্নটি কি বুঝতে পারছ। n^k কে আমরা $(n-1)$ এর বিভিন্ন পাওয়ার দিয়ে লেখছি। দ্বিপদী উপপাদ্য দিয়ে পরের রিকারেন্সগুলো সহজেই বের করে ফেলতে পারি। নিচের অভেদটি ব্যবহার করে $n^1, n^2, n^3, n^4, \dots, n^k$ সবকিছুর জন্যই রিকারেন্স বের করতে পারব

$$n^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} (n-1)^i$$

সবমিলিয়ে আমরা $k+1$ টি রিকারেন্স পাব। সুতরাং আমাদের ম্যাট্রিক্সটি হবে একটি $(k+1) \times (k+1)$ ম্যাট্রিক্স। ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেন্সিয়েশনের দিয়ে আমরা সমস্যাটি $\mathcal{O}(k^3 \log n)$ এ সমাধান করতে পারি। k যদি বেশ ছোট হয় (যেমন $k \leq 50$) এবং n যদি অনেক বড় হয় (যেমন $n \leq 10^9$) তাহলে এভাবেই আমাদের সমস্যাটি সমাধান করতে হবে।

২.৭ গ্রাফ থিওরি এবং ম্যাট্রিক্স

গ্রাফকে প্রকাশ করার জন্য অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স প্রায় ব্যবহার করি। এই ম্যাট্রিক্স দিয়েও বেশ কিছু কাজ করা যায়। নিচের সমস্যাটি দেখ

প্রবলেম ২.৭.১. ধর তোমার কাছে n টি নোডের একটি গ্রাফ দেওয়া আছে। গ্রাফ 1 নম্বর নোড থেকে n তম নোডে ঠিক k টি এজ ব্যবহার করে কতভাবে যাওয়া যায়?

সমাধান। প্রথমে আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে প্রবলেমটি চিন্তা করব। ধর $D_{k,i,j}$ = গ্রাফের নোড i থেকে নোড j তে ঠিক k টি এজ ব্যবহার করে কতভাবে যাওয়া যায়। এটা আমরা নিচের রিকারেন্স দিয়ে বের করতে পারি

$$D_{k,i,j} = \sum_{m=1}^n D_{k-1,i,m} \times A_{m,j}$$

যেখানে A হল আমাদের অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স। এর ব্যাখ্যা হল প্রথমে আমরা i থেকে কোন একটি নোড m এ $k-1$ টি এজ ব্যবহার করে গিয়েছি। এ কাজটি করা যাবে $D_{k-1,i,m}$ উপায়ে। এরপর m থেকে আমরা j তে গিয়েছি একটিমাত্র এজ ব্যবহার করে। এ কাজটি করা যাবে $A_{m,j}$ উপায়ে, কেননা $A_{m,i} = 1$ হলে m আর j এর মধ্যে এজ বিদ্যমান, সুতরাং একভাবেই যে এজ ব্যবহার করে m থেকে j তে যাওয়া যাবে; আবার $A_{m,j} = 0$ হলে তাদের মধ্যে কোন এজ নাই, তাই শূন্য উপায়ে m থেকে j তে যাওয়া যাবে। দুটি গুন করলেই আমরা সর্বমোট উপায় পাব। আবার m তো কোন নির্দিষ্ট নোড না, তাই $m = 1, 2, 3, \dots, n$ সবার জন্যই $D_{k-1,i,m} \times A_{m,j}$ যোগ করতে হবে।

এটি দেখে কি ম্যাট্রিক্স গুণের কথা মনে পড়ে না? ম্যাট্রিক্স গুন কিন্তু আমরা প্রায় একইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলাম। ধর D_k ম্যাট্রিক্সের (i, j) তম এন্ট্রি $D_{k,i,j}$ । তাহলে উপরের রিকারেন্সটিকে ম্যাট্রিক্স গুণফল দিয়েই আমরা প্রকাশ করতে পারি

$$D_k = D_{k-1} \times A$$

আবার D_1 এবং অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স A কিন্তু একই ম্যাট্রিক্স। তাই

$$D_1 = A$$

$$D_2 = D_1 \times A = A^2$$

$$D_3 = D_2 \times A = A^3$$

$$\vdots$$

$$D_k = D_{k-1} \times A = A^k$$

অর্থাৎ গ্রাফের অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স এর k তম পাওয়ার বের করলেই আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাব!! কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(n^3 \log k)$

২.৮ অন্যান্য সাব-রিং

একটা জিনিশ খেয়াল করে দেখেছ? আমরা কিন্তু ম্যাট্রিক্সের অ্যাসোসিয়েটিভিটি ছাড়া আর কোন ধর্মই ব্যবহার করিনি। সাধারণভাবে যেভাবে ম্যাট্রিক্স গুন সংজ্ঞায়িত করা হয় তাকে বলে হয় $(+)$, (\times) সাব-রিং। কারণ A ও B এর গুনফল C বের করতে A_{ik} এবং B_{kj} গুন করে সেগুলো আমরা যোগ করছি। ম্যাট্রিক্স গুণফল অ্যাসোসিয়েটিভ কারণ যোগ এবং গুন দুটি অ্যাসোসিয়েটিভ অপারেটর। আমরা যদি যোগ, গুনের বদলে অন্য অ্যাসোসিয়েটিভ অপারেটর ব্যবহার করে ম্যাট্রিক্স গুণফল সংজ্ঞায়িত করতাম তাহলেও কিন্তু আমাদের ম্যাট্রিক্স গুণফল অ্যাসোসিয়েটিভই থাকত। একইভাবে আমরা ম্যাট্রিক্সের পাওয়ারও বের করতে পারব। এমন একটি বিশেষ সাব-রিং হচ্ছে $(\max, +)$ সাব-রিং। এই রিং-এ যদি $C = AB$ হয় তাহলে

$$C_{ij} = \max_{k=1}^m \{A_{ik} + B_{kj}\}$$

হবে। এটিও আগের মতই অ্যাসোসিয়েটিভ হবে।

প্রবলেম ২.৮.১. ধর তোমার কাছে n টি নোডের একটি ওয়েটেড গ্রাফ (weighted graph) দেওয়া আছে। গ্রাফ 1 নম্বর নোড থেকে n তম নোডে ঠিক k টি এজ ব্যবহার করে এমন শর্টেস্ট প্যাথের (shortest path) মান কত?

সমাধান। এটা কিন্তু প্রায় আগের সমস্যাটির মতই। যদি আমরা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স A এর $A_{i,j} = i$ এবং j এর মধ্যে এজের ওয়েট ধরি (যদি এজ না থাকে তাহলে এর মান ∞ হবে) এবং $D_{k,i,j} =$ গ্রাফের নোড i থেকে নোড j তে ঠিক k টি এজ ব্যবহার করে শর্টেস্ট প্যাথ ধরি তাহলে আমাদের রিকারেন্সটি হবে

$$D_{k,i,j} = \min_{m=1}^n \{D_{k-1,i,m} + A_{m,j}\}$$

এর ব্যাখ্যাও ঠিক আগের সমস্যার মতই। শুধু পার্থক্য হচ্ছে \sum এর বদলে \min এবং \times এর বদলে $+$ বসেছে এখানে। তাই এটিকে আমরা $(\min, +)$ সাব-রিং এর ম্যাট্রিক্স গুণফল হিসেবে চিন্তা করতে পারি। এই সাব-রিং এ A^k এর মান বের করলেই আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাব!

২.৯ শেষ কথা

ম্যাট্রিক্স কোড করার জন্য আমি সাধারণত একটা ক্লাস লেখে ফেলি। ক্লাসে তুমি যোগ, গুন এসব অপারেটর ওভারলোড করতে পারবে। আরেকটা ট্রিক হল যদি তোমাকে একই ম্যাট্রিক্স A এর পাওয়ার বারবার বের করতে হয় তাহলে $A^1, A^2, A^4, \dots, A^{2^k}$ ম্যাট্রিক্স গুলো আগের বের করতে রাখতে পারো। এরপর পাওয়ারকে বাইনারিতে প্রকাশ করে তুমি বের করা ম্যাট্রিক্সগুলো দিয়েই যেকোনো পাওয়ার বের করতে পারবে। আবার তুমি এই ম্যাট্রিক্সগুলোকে সরাসরি ভেক্টরের সাথে গুন করতে পারো (অ্যাসোসিয়েটিভিটি!!)। দুটো $n \times n$ ম্যাট্রিক্স গুন করতে $O(n^3)$ কমপ্লেক্সিটি লাগে, কিন্তু একটি $n \times n$ ম্যাট্রিক্সের সাথে একটি $n \times 1$ ভেক্টর গুন করতে $O(n^2)$ কমপ্লেক্সিটি লাগছে। তাই অনেক সমস্যায় $A^1, A^2, A^4, \dots, A^{2^k}$ বের করার পরে $O(n^2 \log k)$ কমপ্লেক্সিটিতেই তুমি উত্তর বের করতে পারবে।

অনুশীলনী

1. তোমার কাছে একটি $1 \times n$ গ্রিড আছে এবং যথেষ্ট সংখ্যক 1×1 এবং 1×2 ডোমিনো আছে। কত ভাবে তুমি গ্রিডটিতে ডোমিনো গুলো বসাতে পারবে যেন একই ঘরে একাধিক ডোমিনো না থাকে। ($1 \leq n \leq 10^9$)

অধ্যায় ৩

ন্যাপস্যাক

৩.১ 0/1 ন্যাপস্যাক

ধর তোমার কাছে n টি বস্তু আছে, i তম বস্তুর ওজন w_i এবং দাম v_i । তোমার কাছে একটা ব্যাগ (ন্যাপস্যাক) আছে যা সর্বোচ্চ W ওজনের বস্তু ধারণ করতে পারে। এই ব্যাগে তুমি সর্বোচ্চ কত দামের বস্তু রাখতে পারবে?

একে 0/1 ন্যাপস্যাক বলা হয়, কারণ এখানে প্রতিটি বস্তু সর্বোচ্চ একবারই নেওয়া যাবে। এটির জন্য আমাদের ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর সাহায্য নিতে হবে। ধরি $f_{i,j}$ = প্রথম i টি বস্তুর মধ্যে সর্বোচ্চ কত দামের বস্তু নেওয়া যায় যাতে বস্তুগুলোর ওজনের যোগফল $\leq j$ হয়। তাহলে আমাদের রিকারেন্সটি

$$f_{i,j} = \max\{f_{i-1,j}, f_{i-1,j-w_i} + v_i\}$$

অর্থাৎ $f_{n,W}$ এর মানই হবে আমাদের অ্যাসার। এখানে টাইম ও মেমরি কমপ্লেক্সিটি উভয়ই $O(nW)$ । তবে যেহেতু $f_{i,j}$ এর মান কেবলমাত্র $f_{i-1,0}, f_{i-1,1}, f_{i-1,2}, \dots, f_{i-1,W}$ এর ওপর নির্ভর করে তাই $O(W)$ মেমরি দিয়েও কাজটি করা সম্ভব। (মেমোরি অপটিমাইজেশনের চ্যাপ্টারটা দেখ)

৩.২ 0-K ন্যাপস্যাক

ধর তোমার কাছে n টাইপের বস্তু আছে, i তম টাইপের বস্তু আছে k_i টি এবং এদের প্রত্যেকটির ওজন w_i এবং দাম v_i । তোমার কাছে একটা ব্যাগ (ন্যাপস্যাক) আছে যা সর্বোচ্চ W ওজনের বস্তু ধারণ করতে পারে। এই ব্যাগে তুমি সর্বোচ্চ কত দামের বস্তু রাখতে পারবে?

আগেরটার সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে এখানে i তম বস্তু সর্বোচ্চ k_i সংখ্যক বার নেওয়া যাবে। এখানেও আগের মতই ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ব্যবহার করা যায়, ধরি $f_{i,j}$ = প্রথম i টি বস্তুর মধ্যে সর্বোচ্চ কত দামের বস্তু নেওয়া যায় যাতে বস্তুগুলোর ওজনের যোগফল $\leq j$ হয়। তাহলে,

$$f_{i,j} = \max_{m=0}^{k_i} \{f_{i-1,j-w_i m} + v_i m\}$$

অর্থাৎ i তম বস্তু কতবার নিচ্ছি সেটার সবগুলো অপশন কনসিডার করতে হবে। আগেরটার কোড বুঝে থাকলে এটার কোড নিজেরই পারার কথা। এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি হবে $O(W \times \sum k_i)$

কিন্তু এইখানে সমস্যা হচ্ছে $\sum k_i$ এর মান অনেক বড় হতে পারে। আশার কথা হল এই প্রবলেমের এইটাই সবচেয়ে অপটিমাল সলিউশন না। $O(W \times \sum \log k_i)$ কমপ্লেক্সিটিতেও এই প্রবলেমটি সমাধান করা সম্ভব।

আইডিয়াটি হচ্ছে প্রত্যেক k_i এর বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনকে ব্যবহার করা। একটি উদাহরণ দেখা যাক, ধর কোন এক টাইপের বস্তুর $(k_i, w_i, v_i) = (27, 13, 5)$ । অর্থাৎ ঐ টাইপের বস্তু আছে ২৭ টি

এবং তার ওজন 13 ও দাম 5। এখন 27 কে এইভাবে লেখা যায়:

$$27 = 11011_2 = 1111_2 + 1100_2 = (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0) + 12$$

অর্থাৎ আমরা যদি $(27, 13, 5)$ বস্তুটির বদলে $(1, 13 \times 2^4, 5 \times 2^4)$, $(1, 13 \times 2^3, 5 \times 2^3)$, $(1, 13 \times 2^2, 5 \times 2^2)$, $(1, 13 \times 2^1, 5 \times 2^1)$, $(1, 13 \times 2^0, 5 \times 2^0)$ এবং $(1, 13 \times 12, 5 \times 12)$ বস্তুগুলোর ওপর ন্যাপস্যাক ডিপি চালাই তাহলে উত্তর চেঞ্জ হবে না, এর কারন হচ্ছে $2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$ এবং 12 দিয়ে 0 থেকে 27 পর্যন্ত সব সংখ্যা কে লেখা যায়, তবে 27 এর বড় কোন সংখ্যাকে লেখা যায় না (কিছু কিছু সংখ্যাকে একাধিক উপায়ে লেখা যেতে পারে, কিন্তু সেটা আমাদের জন্য সমস্যা না)। এইভাবে প্রতিটি বস্তুকে তার বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন অনুযায়ী ভেঙ্গে দিতে হবে। ভেঙ্গে দেওয়ার পর কিন্তু আমাদের আর 0-K ন্যাপস্যাক থাকছে না, 0-1 ন্যাপস্যাক হয়ে যাচ্ছে। কারণ ভেঙ্গে দেওয়ার পর প্রত্যেক বস্তুকে সর্বোচ্চ একবারই নেওয়া সম্ভব ($k_i = 1$)। অর্থাৎ ভেঙ্গে দেওয়ার পর আমাদের মোট বস্তু হবে $\mathcal{O}(\sum \log k_i)$ টি। তাই 0-1 ন্যাপস্যাক এর কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(W \times \sum \log k_i)$ ।

মজার ব্যাপার হল এই প্রবলেমের $\mathcal{O}(W \times \sum \log k_i)$ এর চেয়েও ভাল সলিউশন আছে। $\mathcal{O}(nW)$ কমপ্লেক্সিটিতেও 0-K ন্যাপস্যাক সম্ভ করা সম্ভব। রিকারেন্সটি আবার লক্ষ্য করি:

$$f_{i,j} = \max_{m=0}^{k_i} \{f_{i-1,j-w_i m} + v_i m\} \quad (1)$$

কোনো ফিক্সড i এর জন্য $f_{i,0}, f_{i,1}, \dots, f_{i,W}$ এর মান যদি আমরা $\mathcal{O}(W)$ তে বের করতে পারি, তাহলেই $\mathcal{O}(nW)$ কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাবে। এখন লক্ষ্য করি, $f_{i,j}$ এর মান $f_{i-1,j}, f_{i-1,j-w_i}, f_{i-1,j-2w_i}, f_{i-1,3w_i}, \dots$ মানগুলোর ওপর নির্ভর করে। অন্যভাবে বলা যায় $f_{i,j}$ এর মান এমন সব $f_{i-1,p}$ এর মানের ওপর নির্ভর করে যাতে $p \equiv j \pmod{w_i}$ হয়। এটাকে কাজে লাগিয়েই $\mathcal{O}(W)$ তে কাজটি করা সম্ভব। আমরা $f_{i,j}$ এর মান $0 \leq j \leq W$ এর জন্য একসাথে বের না করে w_i এর প্রত্যেক মডুলো ক্লাসের জন্য আলাদা ভাবে বের করতে পারি। বুঝানোর সুবিধার্থে ধরি,

$$g_m(i, j) = f_{i,m+jw_i}$$

যেখানে $0 \leq m < w_i$ । এখন আমরা একটা ফিক্সড m এর জন্য $g_m(i, j)$ এর সকল মান বের করব, যেখানে $0 \leq m + jw_i \leq W$ । (1) নং রিকারেন্সের সাহায্যে $g_m(i, j)$ কে এইভাবে লেখা যায়:

$$\begin{aligned} g_m(i, j) &= \max_{h=j-k_i}^j \{g_m(i-1, h) + (j-h)v_i\} \\ &= \max_{h=j-k_i}^j \{g_m(i-1, h) - hv_i\} + jv_i \end{aligned}$$

এখান থেকেই বুঝা যাচ্ছে $g_m(i-1, 0), g_m(i-1, 1) - v_i, g_m(i-1, 2) - 2v_i, \dots$ এর প্রতিটি $k_i + 1$ দৈর্ঘ্যের সাবঅ্যারের মিনিমাম ভ্যালু বের করতে পারলেই $g_m(i, j)$ এর সকল মান আমরা সহজেই বের করতে পারব। কোনো n দৈর্ঘ্যের অ্যারের প্রতিটি m দৈর্ঘ্যের সাবঅ্যারের মিনিমাম (বা ম্যাক্সিমাম) ভ্যালু $\mathcal{O}(n)$ এই বের করা যায় (স্লাইডিং উইন্ডোর সাহায্যে)। অর্থাৎ প্রত্যেক মডুলো ক্লাসের জন্য আমরা লিনিয়ার টাইমেই g_m এর মান বের করতে পারব। যেহেতু প্রত্যেকটি সংখ্যাই কেবলমাত্র একটি মডুলো ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত তাই ওভারঅল কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(W)$ । তাই প্রত্যেকটি i এর জন্য $f_{i,j}$ এর মান বের করতে $\mathcal{O}(nW)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন।

৩.৩ সাবসেট সাম:

এই সেকশনের সব জায়গায় সেট বলতে মাল্টিসেট বুঝান হবে। অর্থাৎ সেটে একই উপাদান একাধিক বার থাকতে পারে।

ন্যাপস্যাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্যারিয়েশন এটি। ধর তোমার কাছে n দৈর্ঘ্যের একটা অ্যারে a এবং একটি নাম্বার m দেওয়া আছে। তোমাকে বলতে হবে a এর নাম্বার গুলো ব্যবহার করে যোগফল m বানানো যায় কিনা।

অর্থাৎ $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ হলে এমন কোন সাবসেট T পাওয়া সম্ভব কিনা যাতে $T \subseteq S$ এবং $\sum_{i \in T} a_i = m$ হয়।
ধরি,

$$f_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{যদি প্রথম } i \text{ টি সংখ্যা হতে যোগফল } j \text{ বানানো সম্ভব হয়,} \\ 0, & \text{সম্ভব না হয়.} \end{cases}$$

তাহলে,

$$f_{i,j} = f_{i-1,j} \vee f_{i-1,j-a_i}$$

\vee এখানে or অপারেটরটাকে বুঝাচ্ছে। তাহলে এই ডিপিটা ক্যালকুলেট করতে আমাদের $O(nm)$ টাইম ও $O(m)$ মেমরি লাগছে। তবে এই সলিউশন কে অপটিমাইজ করার জন্য আরেকটা সস্তা অপটিমাইজেশন আছে। তা হল bitset ব্যবহার করা। bitset ব্যবহার করলে টাইম কমপ্লেক্সিটি দাড়ায় $O(\frac{nm}{64})$ এবং মেমোরি কমপ্লেক্সিটি দাড়ায় $O(\frac{m}{64})$ ।

৩.৪ ডাইনামিক সাবসেট সাম:

ধর সাবসেট সাম প্রবলেমটায় তোমাকে কিছু আপডেট আর কুয়েরিও দেওয়া হল। অর্থাৎ প্রত্যেক আপডেটে তোমাকে একটি সংখ্যা p দেওয়া হবে এবং তোমাকে সংখ্যাটাকে সেটে অ্যাড করতে হবে অথবা সেট থেকে রিমুভ করতে হবে। প্রত্যেক কুয়েরিতে তোমাকে একটি সংখ্যা r দেওয়া হবে এবং তোমাকে বলতে হবে r সংখ্যাটিকে সেটের সংখ্যাগুলোর যোগফল হিসেবে লেখা যায় কিনা।

ধরা যাক মোট আপডেট ও কুয়েরি Q টি। তাহলে যদি আমরা Q বারই সাবসেট সাম-এর ডিপি টা নতুন করে আপডেট করি তাহলে কমপ্লেক্সিটি $O(\frac{Qnr_{\max}}{64})$ হয়ে যাচ্ছে। তবে এই প্রবলেমটি $O(Qr_{\max})$ টাইমেও করা সম্ভব, যেখানে r_{\max} হল r এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু।

এর জন্য আমাদের ডিপি টাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। ধরি, $f_j =$ সেটে যেসব উপাদান আছে তাদের কোনো সাবসেট নিয়ে কতভাবে j সংখ্যাটি বানানো যায়। তাহলে প্রত্যেক কুয়েরিতে $f_r > 0$ কিনা তা চেক করলেই হচ্ছে আমাদের। আর যদি নতুন কোন নাম্বার অ্যাড বা রিমুভ করতে হয় তাহলে নরমাল সাবসেট সাম ডিপির মতই f_j এর মান আপডেট করা যায়। এখন সমস্যা হচ্ছে f_j মান অনেক বড় হয়ে যেতে পারে, এমনকি long long এও আটবে না। তাই f_r কে আমরা $\text{mod } P$ ক্যালকুলেট করব যেখানে P র্যানডম কোন প্রাইম নাম্বার। এখন যদি $f_r = 0$ হয়, এবং তারপরেও r কে যোগফল হিসেবে লেখা যাবে সেটির সম্ভাবনা নেয় বললেই চলে। (কেউ চাইলে ২-৩ টি mod ও ব্যবহার করতে পারে)।

৩.৫ $O(s\sqrt{s})$ সাবসেট সাম:

এখানে s সেটের সবগুলো সংখ্যার যোগফল বুঝাচ্ছে। যদি কোন সংখ্যা t এর থেকে বড় হয়, তাহলে আমরা নরমাল bitset দিয়ে ডিপি টা আপডেট করব, এটি করতে $O(\frac{s}{64} \times \frac{s}{t})$ কমপ্লেক্সিটি লাগে (কারণ t এর থেকে বড় সংখ্যা সর্বোচ্চ $\frac{s}{t}$ বার পাওয়া যাবে)। আর যদি t এর থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা 0-k ন্যাপস্যাক এর মত ডিপি টাকে আপডেট করব। অর্থাৎ t এর থেকে ছোট কোন সংখ্যা কতবার আছে সেটা বের করে তার ওপর 0-k ন্যাপস্যাক প্রয়োগ করব। এ কাজটি করতে সর্বোচ্চ $O(st)$ কমপ্লেক্সিটি লাগে।

$t = \sqrt{\frac{s}{64}}$ হলে টোটাল কমপ্লেক্সিটি দাড়ায়:

$$\mathcal{O}\left(\frac{s}{64} \times \frac{s}{t} + s \times t\right) = \mathcal{O}\left(s\sqrt{\frac{s}{64}}\right)$$

অধ্যায় ৪

ব্যারিকেডস ট্রিক

৪.১ একটি পোলিশ সমস্যা

বাইটল্যান্ড নামের একটি দ্বীপে n টি শহর আছে এবং শহরগুলোর মধ্যে কিছু দ্বিমুখী রাস্তা আছে। এ শহরের ম্যাপ একটি বিশেষ ধরনের, একটি শহর থেকে আরেকটি শহরে কেবলমাত্র একভাবেই যাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রাফ থিওরির ভাষায় বাইটল্যান্ডের ম্যাপটি একটি ট্রি গ্রাফ।

দুঃখজনকভাবে বাইটল্যান্ড দ্বীপটিতে এখন যুদ্ধ চলছে। বাইটল্যান্ডের সেনাবাহিনী নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে চায়। তারা যুদ্ধক্ষেত্রটি তৈরি করার জন্য কিছু রাস্তা ব্লক করে দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রটি তৈরির জন্য তাদের তিনটি শর্ত মেনে চলতে হবে।

- যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তর্গত শহরগুলোর নিজেদের মধ্যে চলাচলের রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের যেকোনো দুটি শহরের মধ্যে কোনো ব্লক করা রাস্তা থাকবে না।
- যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতরের কোনো শহর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের কোনো শহরে যাওয়ার কোনো রাস্তা থাকবে না।
- যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে k টি শহর থাকবে।

বেশি সংখ্যক রাস্তা ব্লক করে দিলে শহরের মধ্যে যাতায়াতে সমস্যা হতে হতে পারে। তোমাকে বাইটল্যান্ড দ্বীপটির যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তোমাকে বলতে হবে সর্বনিম্ন কয়টি রাস্তা ব্লক করে বাইটল্যান্ড শহরে একটি যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব।

এটি আসলে পোল্যান্ডের ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াডের ব্যারিকেডস নামের প্রবলেম। এই প্রবলেম থেকেই মূলত এই অধ্যায়ের আইডিয়াটা জনপ্রিয় হয়েছিল, তাই এখন এই ট্রিক এখন ব্যারিকেডস ট্রিক নামেই প্রোগ্রামিং মহলে অধিক পরিচিত।

৪.২ সমাধান

সমস্যাটি দেখে অনেকেই আন্দাজ করতে পারছ এইখানে ট্রি গ্রাফটির ওপরেই ডাইনামিক প্রোগ্রামিং করতে হবে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ ধরনের ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ব্যবহার করা হয় যাকে সিবলিং ডিপি নামে অনেকে চিনে। প্রথমে দেখা যাক আমাদের ডিপি স্টেট কি হতে পারে।

প্রথমে আমরা যেকোনো একটি নোডকে ট্রি-এর রুট ধরে নিব। ধরা যাক ১ নম্বর নোডটিকে আমরা রুট হিসেবে ধরেছি। v নোডটির সাবট্রিকে আমরা T_v দ্বারা প্রকাশ করব এবং সাবট্রি-এর মধ্যে নোড সংখ্যাকে $|T_v|$ দ্বারা প্রকাশ করব। অর্থাৎ T_1 দিয়ে সম্পূর্ণ ট্রি টাকেই বুঝানো হচ্ছে। যারা ট্রি ডিপির সাথে মোটামুটি পরিচিত তারা ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছ আমাদের স্টেট কি হতে পারে। ধরা যাক $f_{v,x}$ এর মান হল সর্বনিম্ন

কতটি এজ মুছে দিলে v এর সাবট্রি-এর মধ্যে x টি নোডের একটি কানেক্টেড সাবগ্রাফ পাওয়া যাবে যাতে v নোডটি নিজেও সেই সাবগ্রাফের অংশ হয়। আমরা যদি প্রতিটি নোড v জন্য $f_{v,x}$ এর মানগুলো বের করে নিতে পারি তাহলে খুব সহজেই প্রতিটি কুয়েরি $O(n)$ কমপ্লেক্সিটিতে বের করে ফেলতে পারব।

এখন দেখা যাক কিভাবে আমরা $f_{v,x}$ এর মানগুলো ক্যালকুলেট করতে পারি। ধরা যাক নোড v এর জন্য আমরা $f_{v,x}$ এর মান বের করছি। v এর সাবট্রিতে $|T_v| - 1$ টি এজ আছে, তাই $|T_v| - 1$ টির বেশি এজ মুছে ফেলা সম্ভব না, এজন্য $1 \leq x < |T_v|$ এর জন্য $f_{v,x}$ এর মান বের করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ধর নোড v এর চাইল্ডগুলো হল u_1, u_2, \dots, u_m । প্রতিটি চাইল্ডের জন্য যদি আমাদের $f_{u_i,*}$ এর মানগুলো ক্যালকুলেট করা থাকে তাহলে $f_{v,x}$ এর মান আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটি একটু চিন্তা করে দেখ।

যেকোনো একটি চাইল্ড u_i এর কথা চিন্তা কর। আমাদের হাতে দুটি অপশন আছে: হয় আমরা u_i এর সাবট্রি থেকে আমরা q_i টি নোডের এমন একটি সাবগ্রাফ নিব যাতে u_i নোডটিও তার অন্তর্ভুক্ত থাকে, অথবা (v, u_i) এজটিই আমরা মুছে দিব; সেক্ষেত্রে আমরা $q_i = 0$ ধরতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের f_{u_i,q_i} টি এজ মুছে ফেলতে হবে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের ১ টি এজ মুছে ফেলতে হবে। আর আমাদের $f_{v,x}$ এর মান বের করার জন্য এমন ভাবে q_i সিলেক্ট করতে হবে যেন $q_1 + q_2 + \dots + q_m = x - 1$ হয়।

ডিপি স্টেট-এ শুধুমাত্র v আর x এর মান রেখে আমরা আর আগাতে পারছি না, কারন আমরা যদি প্রতিটি চাইল্ড থেকে সম্ভাব্য সকল ধরনের q_i এর মান নিয়ে চেক করি তাহলে আমাদের কমপ্লেক্সিটি এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে যাবে। তাই আমাদের $f_{v,x}$ এর মান বের করার জন্য আরেকটি ডিপির সাহায্য নিতে হবে।

ধরি $g_{i,x}$ এর মান হল v এর প্রথম i টি চাইল্ড থেকে সর্বনিম্ন যে কয়টি এজ মুছে দিলে x টি নোডের একটি সাবগ্রাফ পাওয়া যাবে যেন v নোডটিও সেই সাবগ্রাফের অংশ হয়। অর্থাৎ প্রথম i টি চাইল্ড থেকে q_1, q_2, \dots, q_i এমনভাবে সিলেক্ট করতে হবে যেন $q_1 + q_2 + \dots + q_i = x - 1$ হয়। এখন $g_{i,x}$ এর মান আমরা $g_{i-1,*}$ মানগুলো থেকে খুব সহজেই বের করে নিতে পারি নিচের রিকারেন্সটির মাধ্যমে:

$$g_{i,x} = \min\{g_{i-1,x} + 1, \min_{1 \leq a \leq x} g_{i-1,x-a} + f_{u_i,a}\}$$

উপরের লাইনে দুটি অপশনই বিবেচনা করা হয়েছে। যদি i তম চাইল্ডের সাথে v এর এজটি মুছে ফেলা হয় তাহলে i তম চাইল্ডের আগের চাইল্ডগুলো থেকে x টি নোডের সাবগ্রাফ পেতে কমপক্ষে $g_{i-1,x}$ টি এজ মুছে ফেলতে হবে এবং (v, u_i) এজটি সহ মোট $g_{i-1,x} + 1$ টি এজ মুছতে হবে। আর যদি i তম চাইল্ড u_i এর সাবট্রি থেকে a টি নোডের সাবগ্রাফ নেওয়া হয় যাতে u_i তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে u_i এর সাবট্রি থেকে কমপক্ষে $f_{u_i,a}$ টি এজ মুছে ফেলতে হবে এবং u_1, u_2, \dots, u_{i-1} চাইল্ডগুলো থেকে মোট $g_{i-1,x-a}$ টি এজ মুছে ফেলতে হবে। অর্থাৎ মোট $g_{i-1,x-a} + f_{u_i,a}$ টি এজ মুছে ফেলতে হবে। সবশেষে $g_{m,x}$ এর যে মান ক্যালকুলেট করা হবে সেটিই হবে $f_{v,x}$ এর মান। এভাবে প্রতিটি নোডের জন্য আমরা আরেকটি ডিপির মাধ্যমে $f_{v,x}$ এর মানগুলো নির্ণয় করতে পারব।

৪.৩ কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস

নির্দিষ্ট কোনো একটি নোড v এর জন্য $f_{v,*}$ এর মানগুলো বের করতে কয়টি অপারেশন লাগবে সেটি হিসেব করার চেষ্টা করব আমরা। প্রথমত কোনো নোড v এর সাবট্রিতে $|T_v| - 1$ সংখ্যক এজ আছে, সুতরাং $x = 1, 2, 3, \dots, (|T_v| - 1)$ এর জন্য $f_{v,x}$ এর মানগুলো বের করলেই হবে আমাদের। আবার $g_{i-1,*}$ থেকে $g_{i,*}$ এর মানগুলো বের করতে আমাদের $O(|T_v| \cdot |T_{u_i}|)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন। সুতরাং নোড v এর জন্য $f_{v,*}$ এর মানগুলো বের করতে আমাদের সর্বমোট কমপ্লেক্সিটি $O(|T_v| \times \sum_{i=1}^m |T_{u_i}|)$ । যেহেতু $|T_v| = 1 + \sum_{i=1}^m |T_{u_i}|$ তাই আমরা একে লেখতে পারি: $O(|T_v| \cdot |T_v|) = O(|T_v|^2)$ হিসেবে। আর সব নোডের জন্য এই মান যোগ করলে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হবে $O(\sum_{i=1}^n |T_i|^2) = O(n^3)$

মজার ব্যাপার হল আমরা আমাদের অ্যালগোরিদমকে তেমন কোনো পরিবর্তন না করেই $O(n^2)$ বানিয়ে দিতে পারি। এজন্য আমাদের একটু ভিন্নভাবে অ্যানালাইসিস করতে হবে।

লেমা ৪.৩.১. T_v এর সকল নোডের জন্য $f_{*,*}$ এর মানগুলো $\mathcal{O}(|T_v|^2)$ কমপ্লেক্সিটিতে বের করা সম্ভব।

প্রমাণ: প্রমাণের জন্য গাণিতিক আরোহের সাহায্য নিব। এখানে আমরা $|T_v|$ এর ওপর গাণিতিক আরোহ প্রয়োগ করব। ধর, যদি কোন নোড h এর জন্য $|T_h| < |T_v|$ হয় তাহলে T_h এর সকল নোডের জন্য $f_{*,*}$ এর মানগুলো $\mathcal{O}(|T_h|^2)$ কমপ্লেক্সিটিতে বের করা সম্ভব। আমরা প্রমাণ করব তাহলে T_v এর সকল নোডের জন্যও $f_{*,*}$ এর মানগুলো $\mathcal{O}(|T_v|^2)$ কমপ্লেক্সিটিতে বের করা সম্ভব। বেস কেস $|T_v| = 1$ এর জন্য নিঃসন্দেহে $\mathcal{O}(1^2) = \mathcal{O}(1)$ কমপ্লেক্সিটিতে $f_{*,*}$ এর মানগুলো বের করা সম্ভব।

ধর v এর চাইল্ডগুলো হল u_1, u_2, \dots, u_m । যেহেতু $|T_{u_i}| < |T_v|$ তাই u_1, u_2, \dots, u_m চাইল্ডগুলোর সাবট্রির সকল নোডের জন্য $f_{*,*}$ এর মানগুলো বের করতে আমাদের যথাক্রমে $\mathcal{O}(|T_{u_1}|^2), \mathcal{O}(|T_{u_2}|^2), \dots, \mathcal{O}(|T_{u_m}|^2)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন। সুতরাং চাইল্ডগুলোর সাবট্রির সকল নোডের জন্য $f_{*,*}$ এর মানগুলো বের করতে $\mathcal{O}(\sum_{i=1}^m |T_{u_i}|^2)$ কমপ্লেক্সিটি লাগবে।

এখন আমাদের শুধুমাত্র $f_{v,*}$ এর মানগুলো বের করা বাকি। লক্ষ্য কর, v এর প্রথম i টি চাইল্ড থেকে সর্বোচ্চ $\sum_{j=1}^i |T_{u_j}|$ টি এজ মুছে ফেলা সম্ভব। তাই $g_{i,x}$ এর মান বের করার সময় আমাদের x এর মান সর্বোচ্চ $\sum_{j=1}^i |T_{u_j}|$ পর্যন্ত বিবেচনা করলেই হচ্ছে। $g_{i,x}$ এর রিকারেন্সিটি আবার লক্ষ্য কর:

$$g_{i,x} = \min\{g_{i-1,x} + 1, \min_{1 \leq a \leq x} g_{i-1,x-a} + f_{u_i,a}\}$$

এখানে $x - a$ এর মান সর্বোচ্চ $\sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_j}|$ হবে এবং a এর মান সর্বোচ্চ $|T_{u_i}|$ হবে। তাই $g_{i,*}$ এর মান বের করতে আমাদের আসলে $\mathcal{O}(|T_{u_i}| \times \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_j}|)$ কমপ্লেক্সিটি লাগবে। $x - a \leq \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_j}|$ এবং $a \leq |T_{u_i}|$ কে একত্র করলে আমরা পাব $x - \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_j}| \leq a \leq |T_{u_i}|$ অর্থাৎ, রিকারেন্সিটিতে a এর রেঞ্জ $1 \leq a \leq x$ কে পরিবর্তন করে $x - \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_j}| \leq a \leq |T_{u_i}|$ করে দিলেই হবে। এভাবে সবগুলো চাইল্ডের জন্য ক্যালকুলেট করতে $\mathcal{O}(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_i}| \cdot |T_{u_j}|)$ কমপ্লেক্সিটি লাগবে। সুতরাং মোট কমপ্লেক্সিটি হবে

$$\begin{aligned} & \mathcal{O}\left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_i}| \cdot |T_{u_j}| + \sum_{i=1}^m |T_{u_i}|^2\right) \\ & \leq \mathcal{O}\left(2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_i}| \cdot |T_{u_j}| + \sum_{i=1}^m |T_{u_i}|^2\right) \\ & = \mathcal{O}\left(\left(\sum_{i=1}^m |T_{u_i}|\right)^2\right) \\ & = \mathcal{O}(|T_v|^2) \end{aligned}$$

এখন T_1 এর উপর এই এই উপপাদ্যটি প্রয়োগ করলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সকল $f_{*,*}$ এর মান $\mathcal{O}(n^2)$ কমপ্লেক্সিটিতে বের করা সম্ভব।

৪.৪ কম্বিনেটরিয়াল প্রমাণ

একটি ভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা যাক। ধর আমাদের বের করতে এমন কয়টি ক্রমজোড় (x, y) আছে যেন নোড x এবং নোড y এর লোয়েস্ট কমন অ্যানসেসটর (lowest common ancestor) নোড v হয় এবং x ও y এর কোনটিই v এর সমান না হয়। একে আমরা F_v দ্বারা প্রকাশ করব। x আর y লোয়েস্ট কমন অ্যানসেসটর v হলে x এবং y অবশ্যই v এর দুটি ভিন্ন ভিন্ন চাইল্ডের সাবট্রিতে

অবস্থিত। ধরা যাক x নোডটি T_{u_i} এবং y নোডটি T_{u_j} তে অবস্থিত। সুতরাং (x, y) ক্রমজোড়টিকে মোট $|T_{u_i}| \times |T_{u_j}|$ ভাবে বাছাই করা যেতে পারে। যদি আমরা সকল সম্ভাব্য চাইল্ডের ক্রমজোড় (u_i, u_j) (যাতে $u_i \neq u_j$ হয়) এর জন্য $|T_{u_i}| \times |T_{u_j}|$ এর যোগফল নির্ণয় করি তাহলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেয়ে যাব। অর্থাৎ এমন ক্রমজোড় সংখ্যা হবে

$$F_v = \sum |T_{u_i}| \cdot |T_{u_j}| = 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_i}| \times |T_{u_j}|$$

যেহেতু যেকোনো ক্রমজোড় (x, y) এর জন্য একটি অনন্য লোয়েস্ট কমন অ্যানসেসটর আছে এবং সর্বমোট $2\binom{n}{2}$ টি (x, y) ক্রমজোড় গঠন করা সম্ভব তাই আমরা লিখতে পারি

$$\sum_{i=1}^n F_i \leq 2\binom{n}{2}$$

কিন্তু আমরা জানি $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{i-1} |T_{u_i}| \times |T_{u_j}|$ কমপ্লেক্সিটিতে আমরা কোনো নোড v এর জন্য $f_{*,*}$ এর মানগুলো বের করতে পারি। অর্থাৎ $f_{*,*}$ এর মানগুলো বের করতে আমাদের $\mathcal{O}(F_v)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন। সুতরাং সকল নোডের জন্য $f_{*,*}$ এর মান বের করলে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হবে:

$$\mathcal{O}\left(\sum_{i=1}^n F_i\right) = \mathcal{O}\left(2\binom{n}{2}\right) = \mathcal{O}(n^2)$$

৪.৫ অন্যান্য সমস্যা

এই আইডিয়াটির সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটি অন্যান্য অনেক ট্রি ডিপি সমস্যাতেই প্রয়োগ করা যায়। বিশেষত যদি ডিপি স্টেট-এ নোড ছাড়াও আরও একটি স্টেট থাকে তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যারিকেডস ট্রিক অ্যাপ্লিকেবল। নিজের করার জন্য কিছু অনুশীলন দেওয়া হল

নিজে করোঃ

অধ্যায় ৫

এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট

৫.১ প্রমাণ দাও

সাধারণত গ্রিডি অ্যালগরিদম গুলো অনেকটা এরকম হয়ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব প্রদত্ত শর্তগুলো ঠিক রেখে তুমি প্রতিবার একটি করে ইলিমেন্ট সিলেক্ট করে তোমার সলিউশনে অ্যাড করবা যেটায় তোমার সবচেয়ে বেশি লাভ হয়। আমরা এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট ব্যবহার করে যেমন আমাদের এই গ্রিডি অ্যালগরিদমের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে পারি, তেমনি এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট এর ধাপ গুলো নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমাদের গ্রিডি সলিউশনও দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবো অনেক সময়। এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট প্রুফ গুলোর মেইন আইডিয়া হলো, তুমি যেকোনো একটি অপ্টিমাল সলিউশন নিবে, তারপর সেটিকে ধাপে ধাপে এমনভাবে তোমার গ্রিডি সলিউশনে পরিবর্তন করবে যেন প্রতি ধাপে তোমার কোন লস না হয়। তাহলে তুমি বলতে পারবে অন্তত এমন একটা অপ্টিমাল সলিউশন আছে, যেটা কিনা তোমার গ্রিডি সলিউশনের চাইতে খারাপ অথবা একই। অন্যভাবে বলতে গেলে, তোমার সলিউশনও একটি অপ্টিমাল সলিউশন। একটা উদাহরণ দেখা যাক।

উদাহরণ ৫.১.১ (ডট প্রডাক্ট মিনিমাইজেশন). তোমাকে দুটি অ্যারে দেওয়া আছে। তোমাকে এমনভাবে অ্যারে দুটিকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে যেন তাদের ডট গুণফল অর্থাৎ, $\sum_{i=1}^N A_i B_i$ এর মান মিনিমাম হয়।

সমাধান। আমরা চাই না দুটি বড় বড় সংখ্যা একসাথে থাকুক কারণ তাদের গুণফল অবশ্যই বড় হয়ে যাবে। অন্যদিকে, দুটি ছোট ছোট সংখ্যা একসাথে থাকলে লাভ হতে পারে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এরকম করলে বড় বড় সংখ্যা গুলো একসাথে হয়ে যাবে। তাহলে এরকম একটা কিছু করা যায়- একটি ছোট আর একটি বড় সংখ্যা একসাথে পেয়ারআপ করা। এই আইডিয়াটাকে গুছিয়ে বললে হবে- প্রথম অ্যারেটিকে নন-ডিক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করা এবং দ্বিতীয় অ্যারেটিকে নন-ইনক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করা। এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এটি একটি অপ্টিমাল সলিউশন। আমরা ধরে নিতে পারি প্রথম অ্যারেটি নন-ডিক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করা আছে। এখন ধরো এমন একটা অপ্টিমাল সলিউশন আছে যেখানে B ডিক্রিজিং অর্ডারে সর্ট করা নেই, অর্থাৎ, এমন একটা i আছে যেন, $B_i < B_{i+1}$ । এখন আমরা এদেরকে সোয়াপ করে আমাদের গ্রিডি সলিউশনের দিকে যেতে চাই। যদি সোয়াপ করি, তাহলে আমাদের গুণফলে যেই অতিরিক্ত কস্ট অ্যাড হবে তা হলোঃ $A_i B_{i+1} + A_{i+1} B_i - A_i B_i - A_{i+1} B_{i+1}$ । সুতরাং আমাদের প্রমাণ করতে হবে-

$$A_i B_{i+1} + A_{i+1} B_i - A_i B_i - A_{i+1} B_{i+1} \leq 0$$

$$A_i (B_{i+1} - B_i) - A_{i+1} (B_{i+1} - B_i) \leq 0$$

$$A_i \leq A_{i+1} \quad \text{কারণ, } B_{i+1} - B_i > 0$$

আসলেই তাই! (ইমপ্লিকেশন গুলো উল্টা অর্ডারে লিখতে হবে আরকি ফর্মাল প্রুফে...) তাহলে আমরা প্রুফ করে ফেললাম- এভাবে সোয়াপ করতে থাকলে আমরা কোন লস ছাড়াই অপ্টিমাল সলিউশন থেকে

গ্রিডি সলিউশনে পৌছাতে পারবো (খেয়াল করো, শুধুমাত্র দুটো পাশাপাশি উপাদান সোয়াপ করে করেই কিন্তু একটি সিকুয়েন্সের যেকোনো পারমুটেশনে পৌছানো যায়)। অর্থাৎ, আমাদের গ্রিডি সলিউশনও একটি অপ্টিমাল সলিউশন!

৫.২ মূল টেকনিক

গ্রিডি অ্যালগরিদম বের করার পরে তা এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করার জন্য আমরা যা করি তাকে মূলত নিচের ৩টা স্টেপে ভাগ করা যায়-

১. ধরলাম আমাদের গ্রিডি অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আমরা একটা সলিউশন $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ পেয়েছি, আর $O = \{o_1, o_2, \dots, o_m\}$ একটি অপ্টিমাল সলিউশন। এখানে কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি G আর O দুটোই সবরকমের শর্ত মেনেই বানানো হয়েছে।
২. ধরে নাও $G \neq O$ আর তাদের মধ্যে পার্থক্য করো, যেমন, ধর G তে এমন একটি উপাদান পেলে যেটি O তে নেই (অথবা, O তে এমন একটি উপাদান পেলে যেটি G তে নেই) অথবা এমন দুটি উপাদান আছে যারা G তে যেই অর্ডারে আছে, O তে তার বিপরীত অর্ডারে আছে।
৩. এক্সচেঞ্জ। যেমন, প্রথম কেইস এর জন্য O থেকে একটি উপাদান বের করে আরেকটি উপাদান ঢুকালো, অথবা দ্বিতীয় কেইস এর জন্য অর্ডারটা সোয়াপ করে দিলে (বেশিরভাগ সময় খালি পাশাপাশি ২টা উপাদান নিয়েই কাজ করা হয়)। এখন কারণ দেখাও, এক্সচেঞ্জ করার পর তোমার নতুন সলিউশনটা আগেরটার তুলনায় খারাপ না এবং এরপর দেখাবে তুমি যদি এইরকম এক্সচেঞ্জ করতে থাকো তাহলে একসময় O কে G এর সমান বানাতে পারবে। সুতরাং তোমার গ্রিডি সলিউশন যেকোনো অপ্টিমাল সলিউশনের (বা যেকোনো নন-অপ্টিমাল সলিউশনের) চাইতে ভাল বা সমান, যার মানে দাঁড়ালো তোমার সলিউশনও একটি অপ্টিমাল সলিউশন।

অনেক ভারী ভারী আলোচনা হয়ে গেলো! আসলে প্রথমেই যে বলেছিলাম এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট দিয়ে প্রুফ করতে গিয়ে আমরা অনেকসময় গ্রিডি সলিউশনও দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারি- এভাবে চিন্তা করলে আমরা কিছু কন্ডিশন পাই (যেমন পাশাপাশি ২টা উপাদানের মধ্যে কিরকম সম্পর্ক হতে পারে) এবং সেগুলো থেকে আমরা উপাদান গুলোর একটি অর্ডারিং পেতে পারি যেটা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দেয়। আশা করি পরের অংশের উদাহরণগুলো দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

অনুশীলনী ৫.২.১. দুটি অ্যারে দেওয়া আছে (একই উপাদান বার বার থাকতে পারে)। অ্যারে দুটির উপাদানের মাল্টিসেট গুলো সমান, অর্থাৎ, এদেরকে সর্ট করলে অ্যারে দুটি একই হবে। তুমি প্রতি ধাপে প্রথম অ্যারেটির দুটি পাশাপাশি উপাদান সোয়াপ করতে পারবা। মিনিমাম কয়টি মুভে প্রথম অ্যারেটিকে তুমি দ্বিতীয় অ্যারের সমান করতে পারবে তা বের করতে হবে।

৫.৩ ডিপি'র সাথে সম্পর্ক

আমরা যখন কিছু উপাদানের উপর ডিপি করি তখন আমরা কোন কোন উপাদানগুলো বিবেচনা করে ফেলেছি এবং কোনগুলো বাকি আছে তার হিসাব রাখতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা একটি প্রিফিক্স বা সাফিক্স হয়। অর্থাৎ আমাদের $O(N)$ সাইজের একটা স্টেট রাখতে হয়। কিন্তু মনে করো আমাদের এরকম কিছু করতে বলল-

১. উপাদানগুলোর একটি অপ্টিমাল সাবসেট বাছাই করতে হবে।
২. এরপর চেক করে দেখতে হবে, ঐ সাবসেটটিকে কি এমন কোনো অর্ডারে সাজানো যায় কিনা যাতে সেই অর্ডারিং প্রবলেমে দেওয়া কিছু শর্ত পালন করে।

৩. যদি করে, তাহলে সেই সাবসেটটিকে আমরা গ্রহণযোগ্য ধরব।

৪. আবার একটি গ্রহণযোগ্য সাবসেটের উপাদান গুলো কিভাবে সাজানো আছে, তার উপর প্রবলেমে দেওয়া কস্ট ফাংশান ডিপেন্ড করে। সুতরাং, একটি সাবসেট বাছাই করে, তার মধ্যে আবার উপাদান গুলো এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন কস্ট ফাংশান মিনিমাইজ হয়।

৫. সব গ্রহণযোগ্য সাবসেটের মধ্যে মিনিমাম কস্ট বের করতে হবে।

তখন কি করা যায়? এমন প্রবলেম দেখলে মনে হতে পারে কোন গ্রিডি সলিউশন বের করতে পারি কিনা দেখি। হয়তো তুমি পেয়েও যেতে পারো! কিন্তু এরকম সমস্যায় এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট এর টেকনিকটিও অ্যাপ্লাই করে দেখা উচিত। এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা উপাদানগুলোর একটি অর্ডার পেতে পারি যেখানে অন্তত একটি অপটিমাল আন্সারে উপাদানগুলো সেই অর্ডার অনুযায়ী সাজানো থাকবে। এতে সেই সুবিধা হয় তা হলো, এরপর আমরা প্রিফিক্সের/সাফিক্সের উপর ডিপি করতে পারবো।

উদাহরণ ৫.৩.১ (Code Festival '17 Final D - Zabuton). একটি বালিশ প্রতিযোগিতায় $N \leq 5 \times 10^3$ জন প্রতিযোগী আছে। প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ২টি সংখ্যা- তার উচ্চতা ($0 \leq h_i \leq 10^9$) এবং তার কাছে কয়টি বালিশ আছে ($1 \leq p_i \leq 10^9$) তা তোমাকে দেওয়া আছে। প্রতিযোগীদের নির্দিষ্ট একটি ক্রমে সাজানোর পর তারা সেই ক্রমে একে একে আসে এবং স্তূপে বালিশের সংখ্যা দেখে (প্রথমে ০ থাকবে)। যদি স্তূপে তার নিজের উচ্চতার চেয়ে বেশি সংখ্যক বালিশ থাকে তাহলে সে মন খারাপ করে চলে যায়, নতুবা তার কাছে যতটি বালিশ আছে সেগুলো সে স্তূপে রেখে দেয়। তোমাকে বের করতে হবে কিভাবে প্রতিযোগীদের সাজালে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিযোগী বালিশ রাখতে পারবে (মন খারাপ করবে না)। তোমাকে শুধু সেই সর্বোচ্চ সংখ্যাটি আউটপুট দিতে হবে।

সমাধান। মনে করো এমন একটি সাজানোর উপায় আছে যাতে সবাই বালিশ রাখতে পারে (আসলে তো না-ই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা প্রথমে সিম্পল জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখি না কি পাই)। ধরো, O হলো এমন একটি সাজানোর উপায়। আমরা এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট অ্যাপ্লাই করে বের করার চেষ্টা করবো এদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হতে পারে। O এর কিছু প্রপার্টি লিখে শুরু করা যাক। O তে পাশাপাশি আছে এমন ২টি প্রতিযোগী নাও আর ধরো P হলো i এর আগে আসা প্রতিযোগীদের বালিশের সংখ্যার যোগফল, অর্থাৎ, $P = \sum_{j=1}^{i-1} p_j$ । এখন, O একটি ভ্যালিড অর্ডারিং হবে যদি এবং কেবল যদিঃ

$$P \leq h_i \text{ এবং} \quad (৫.১)$$

$$P + p_i \leq h_{i+1} \quad (৫.২)$$

হতে হবে। এখন নিচের দুটির মধ্যে যেকোনো একটি হতে পারেঃ

১. i এবং $i + 1$ এক্সচেঞ্জ করা যাবে না। অর্থাৎ, i তম এবং $i + 1$ তম প্রতিযোগীর অবস্থান যদি আমরা পরিবর্তন করে দেই তাহলে O একটি ভ্যালিড সিকুয়েন্স থাকবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে-

$$h_{i+1} < P \text{ অথবা} \quad (৫.৩)$$

$$h_i < P + p_{i+1} \quad (৫.৪)$$

হতে হবে। খেয়াল করো, (৫.২) সত্য হলে (৫.৩) সত্য হতে পারে না। সুতরাং, (৫.৪)-কে সত্য হতে হবে। (৫.১), (৫.২) এবং (৫.৪) থেকে হিসাব করে পাই-

$$p_i + h_i < p_{i+1} + h_{i+1} \quad (৫.৫)$$

-একটি কমপ্লিট অর্ডার! কিন্তু এর মানে কি আসলে? (৫.৫) আমাদের বলছে, অপটিমাল সিকুয়েন্সের পাশাপাশি দুটি উপাদান যদি এক্সচেঞ্জ করা না যায় তাহলে তারা (৫.৫) শর্ত পূরণ করে। কিন্তু আমাদের তো আরেকটি কেইস বাকি রয়ে গিয়েছে! তখন কি হবে?

২. i এবং $i + 1$ এক্সচেঞ্জ করা যাবে। তাহলে,

$$P \leq h_{i+1} \text{ এবং} \quad (৫.৬)$$

$$P + p_{i+1} \leq h_i \quad (৫.৭)$$

হতে হবে। একটু খেয়াল করলে দেখবে $(৫.৭) \implies (৫.১)$ এবং $(৫.২) \implies (৫.৬)$ । তাই (৫.১) আর (৫.৬) আমাদের চিন্তা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি। আরেকটা খুবই সুন্দর জিনিস হলো, (৫.৫) এবং (৫.৭) থেকে আমরা বলতে পারি (৫.২) সত্য হবে। আবার আমরা আগেই দেখেছি (৫.৭) সত্য হলে (৫.১) সত্য হবে। অর্থাৎ, আমরা যদি এক্সচেঞ্জ করতে পারি, তাহলে (৫.৫) অনুযায়ী সাজালেও O একটি ভ্যালিড সিকুয়েন্স থাকবে!

মোটকথা হলো, যদি অন্তত একটি ভ্যালিড অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তাহলে প্রতিযোগীদের (৫.৫) অনুযায়ী সর্ট করলে সেটিও একটি ভ্যালিড সিকুয়েন্স হবে! এখন তাহলে আমাদের কাজ হলো ইনপুটে দেওয়া প্রতিযোগীদের (৫.৫) দিয়ে সর্ট করার পর (৫.১) এবং (৫.২) শর্ত পালন করে এমন ম্যাক্সিমাম লেংথের সাবসিকুয়েন্স বের করা। এই কাজটি আমরা একটি সাধারণ ডিপি দিয়েই করতে পারি।

$dp_{i,P}$ এর মান হলো- প্রথম i টি উপাদান বিবেচনা করলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালিড সাবসিকুয়েন্সের লেংথ যাতে সাবসিকুয়েন্সের p_i গুলোর যোগফল P এর সমান হয়। এটার ট্রানজিশন অনেক সোজা। কিন্তু আসল কথা হলো, P এর মান তো অনেক বড় হতে পারে!

ডিপির স্টেট এবং ভ্যালু সোয়াপ করা। আমরা আগেই ডিপির স্টেট-ভ্যালু সোয়াপ করার কিছু উদাহরণ দেখে এসেছি। এখানেও আমাদের সেটি লাগবে। আমাদের নতুন ডিপি $dp_{i,j}$ এর মান হলো কোন একটি j সাইজের ভ্যালিড সাবসিকুয়েন্সের মিনিমাম $\sum p_i$ এর মান। এটার ট্রানজিশনও সোজা, পাঠকের অনুশীলনীর জন্য আর বলে দেওয়া হচ্ছে না।

উদাহরণ ৫.৩.২ (JOI Spring Camp '19 - Lamps). তোমাকে দুটি N সাইজের বাইনারি অ্যারে A আর B দেওয়া আছে। তুমি প্রতি ধাপে নিচের যেকোনো একটি অপারেশন A অ্যারের উপর প্রয়োগ করতে পারবা-

১. **সেট অপারেশনঃ** একটি রেঞ্জ $[l, r]$ যেখানে $1 \leq l \leq r \leq N$ বাছাই করে $A[l \dots r]$ এর সব মান 0 করে দিবে।
২. **রিসেট অপারেশনঃ** একটি রেঞ্জ $[l, r]$ যেখানে $1 \leq l \leq r \leq N$ বাছাই করে $A[l \dots r]$ এর সব মান 1 করে দিবে।
৩. **টগল অপারেশনঃ** একটি রেঞ্জ $[l, r]$ যেখানে $1 \leq l \leq r \leq N$ বাছাই করে $A[l \dots r]$ এর সব মান পরিবর্তন করে দিবে (০ থাকলে ১ আর ১ থাকলে ০ করতে হবে)।

তোমাকে বের করতে হবে মিনিমাম কয়টি অপারেশনে তুমি A অ্যারেকে B এর সমান করতে পারবে।

সমাধান। যদিও বেশিরভাগ অপটিমাইজেশন প্রবলেমই হয় গ্রিডি না হয় ডিপি হয়, তাও কেও যদি এইধরনের প্রবলেম আগে কখনো না দেখে থাকে তাহলে এটা যে আদৌ ডিপি প্রবলেম, তা আন্দাজ করারও উপায় আছে বলে আমি মনে করি না। প্রবলেমটা সম্পর্কে কিছু আইডিয়া পাওয়ার জন্য আমরা একটি মিনিমাম অপারেশনের সিকুয়েন্স কেমন হতে পারে তা চিন্তা করতে পারি। ধরো এমন একটা সিকুয়েন্স হলো o_1, o_2, \dots, o_k (তাহলে k হলো আমাদের উত্তর, আর, একটা অপারেশনকে আমরা একটা টুপল $o_i = (l_i, r_i, \star_i)$ দিয়ে বর্ণনা করবো)। এখন আমরা একটু খতিয়ে দেখবো, একটা অপারেশন আরেকটা অপারেশনের ওপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। দুটো অপারেশন o_i আর o_j নাও ($i < j$)। এখন দেখো, যদি $j > i + 1$ হয় তাহলে ঐ দুটি অপারেশনের মাঝে আরও অনেক অপারেশন এসে আমাদের ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে। তাই আমরা আপাতত $j = i + 1$ ধরি, অর্থাৎ o_i আর o_{i+1} নিয়ে চিন্তা করবো আমরা এখন। আমরা এবার এই অপারেশন দুটো কোনোভাবে কন্সাইন করে একটি অপারেশন বানানোর চেষ্টা করবো যাতে আমাদের অপারেশনের সংখ্যা কমে যায়। কিন্তু আমরা তো একটা মিনিমাম সাইজের সিকুয়েন্স

নিয়েছিলাম! হ্যাঁ, আমরা যদি ঐ ২টা অপারেশন কনসাইন করতে পারি, তাহলে এমন বৈশিষ্ট্যের ২টি অপারেশন আমরা কোন অপ্টিমাল সিকুয়েন্সে পাশাপাশি পাবো না। এভাবে আমরা কিরকম বৈশিষ্ট্য একটি অপ্টিমাল সিকুয়েন্সে থাকবে আর কিরকম বৈশিষ্ট্য থাকবে না তা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। কয়েকটা কেইস আছে-

- $\star_i = \oplus, \star_{i+1} = \oplus^1$ । প্রথমেই সবচেয়ে সহজটা দেখা যাক। দুটি রেঞ্জের জন্য সবরকমের অপশন একে দেখতে পারো, যেমন- এমটা রেঞ্জের ভিতর আরেকটা অথবা একটার ভিতর আরেকটা সম্পূর্ণ না থেকে ওভারল্যাপ করছে ইত্যাদি। যদি রেঞ্জ দুটি একে-অপরকে ছেদই না করে তাহলে তো আমাদের আর তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু সবকিছু সাজিয়ে রাখার জন্য আমরা যেটা করতে পারি তা হলো- যদি $l_i > l_{i+1}$ হয় তাহলে তাদের সোয়াপ করে দিতে পারি। আমরা এখন থেকে যখনই পারি, l এর এরকম Non-decreasing অর্ডার ঠিক রাখার চেষ্টা করবো। আর রেঞ্জগুলো যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে কিন্তু আমরা উভয় রেঞ্জ থেকে তাদের সাধারণ অংশ বাদ দিয়ে দিতে পারি।
- $\star_i = \oplus, \star_{i+1} = 1$ । রেঞ্জগুলো যদি ওভারল্যাপ না করে তাহলে আগের মতই তেমন কিছু করতে হবে না। কিন্তু আমাদের সুবিধার জন্য আমরা সেট অপারেশনটাকে আগে নিয়ে আসতে পারি আর টগল অপারেশনটাকে পরে নিয়ে যেতে পারি। খেয়াল করো, আমাদের এই ট্রান্সফর্মেশনের পরেও কিন্তু ফাইনাল অ্যারে একই থাকছে। আর টগল অপারেশনটাকে পরে নেওয়ার কারণ হলো সেট বা রিসেট অপারেশনের চাইতে টগল অপারেশনে আমরা এক দিক দিয়ে বেশি অপশন পাই। এখন, রেঞ্জগুলো যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে কি হবে? চিন্তা করে দেখো, আমরা কিন্তু প্রথমে o_i এর রেঞ্জে রিসেট অপারেশন অ্যাপ্লাই করে তারপর $[l_i, r_i] \cup [l_{i+1}, r_{i+1}]$ রেঞ্জে টগল অপারেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি; ফাইনাল অ্যারে একই থাকবে।
- $\star_i = \oplus, \star_{i+1} = 0$ । আগের কেইসের মত এখানেও প্রথম অপারেশনটিকে সেট এবং পরের অপারেশনটিকে টগল বানানো যায়।
- বাকি কেইস গুলোতে আসলে সব রেঞ্জগুলো আলাদা আলাদা (disjoint) করে ফেলা যায়। এরপর না হয় আগে সেট অপারেশন এবং পরে রিসেট অপারেশন- এইরকম অর্ডার ঠিক রাখলাম।

উপরের কেইসগুলোতে প্রথমে সেট বা রিসেট অপারেশন রেখে এবং পরে টগল অপারেশন রেখে বিবেচনা করা হয়নি কারণ আমরা এমনিতেই চাচ্ছি টগল অপারেশনকে পরে পাঠাতে।

উপরের ঘাঁটাঘাঁটি থেকে আমরা এই অবজারভেশন পাই- অন্তত একটি এমন অপ্টিমাল সলিউশন আছে যেটাতে সব সেট অপারেশন আগে, তারপর সব রিসেট অপারেশন এবং শেষে সব টগল অপারেশন থাকবে। যদিও আমাদের কাছে কোনো গ্রিডি সলিউশন বা তেমন কিছু জানা ছিল না, তারপরও আমরা সেই এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট এর ধাপ গুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেই এমন গুরুত্বপূর্ণ অবজারভেশন পেয়ে গেলাম! এখন আমাদের বাকি এই অবজারভেশনের সাথে ইন্টারভাল ডিপি এবং বিটমাস্ক ডিপির সমন্বয় করে একটা ডিপি সলিউশন দাঁড় করানো। এখানে একটি খেয়াল করার বিষয় হলো, আমরা এই অবজারভেশন বের করতে দিয়ে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় কাজ করেছি, যেমন- প্রথম কেইসে l দ্বারা অর্ডারিং করা। আসলে আমরা অনেকসময়ই এরকম করে থাকি (যেমন আমাদের একটি অ্যারে দেওয়া থাকলে আর অ্যারের উপাদানগুলো যদি যেকোনো ক্রমে নিয়ে কাজ করা যায় তাহলে আমরা ধরে নেই অ্যারেটা সর্টেড আছে) কারণ সবকিছু সাজানো গুছানো থাকলে চিন্তা করতে সুবিধা হয়। এটা একটা সাধারণ প্রবলেম সলিভিং স্ট্র্যাটেজি।

এখন আমরা ডিপি স্টেটে রাখতে পারি- i আর U । অর্থাৎ, $dp_{i,U}$ হলো $A[1 \dots i]$ অ্যারেকে $B[1 \dots i]$ অ্যারেতে রূপান্তর করতে মিনিমাম কয়টি অপারেশনের ইন্টারভাল ওপেন অথবা ক্লোজ করতে হবে যদি $A[1 \dots i]$ এর ডান পাশ থেকে আগে থেকেই U সেটের (বিটমাস্ক) অপারেশনের একটি করে ইন্টারভাল ওপেন করা থাকে (আমরা ওপেন ও ক্লোজ করার সময় আলাদা ভাবে $+1$ করবো এবং শেষে ডিপি ভ্যালুকে ২ দিয়ে ভাগ করলেই আমাদের আসল অ্যান্সার পেয়ে যাবো)। কোন কোন অপারেশনের ইন্টারভাল ওপেন আছে তা রাখার জন্য আমরা একটা বিটমাস্ক রাখবো। বিটমাস্কের i^{th} বিট অন থাকা

¹ \oplus দিয়ে টগল, 1 দিয়ে সেট এবং 0 দিয়ে রিসেট অপারেশন বুঝানো হয়েছে

মানে i^{th} অপারেশনের একটি ইন্টারভাল ওপেন আছে (যেখানে $i \in [0, 2]$ এবং প্রথম অপারেশন সেট, দ্বিতীয় অপারেশন রিসেট, তৃতীয় অপারেশন টগল)। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একটা ফাংশন $f(b, S)$ ডিফাইন করতে পারি যেটা একটা বিট b আর একটা অপারেশনের সেট S ইনপুট নিবে এবং রিটার্ন করবে b বিটটির ওপর S এর অপারেশন গুলো পর্যায়ক্রমে অ্যাপ্লাই করলে শেষে b এর মান কত হবে। $\text{dp}_{i,U}$ ক্যালকুলেট করার সময় আমরা ঠিক করবো i এর উপর দিয়ে কোন কোন অপারেশনের ইন্টারভাল যাবে (ধরে নিলাম সেই অপারেশনের সেটটি হলো V)। V সেটটি ফিক্স করার পর (এমন 2^3 টি সেট আছে) আমরা A_i এর ওপর V এর অপারেশনগুলো অ্যাপ্লাই করে যদি দেখি তা B_i এর সমান হয়েছে, তাহলে সেটি একটি ভ্যালিড ট্রানজিশন হবে। সেই ট্রানজিশনের কস্ট হবে $|U \oplus V|^2$ কারণ যেসব অপারেশন U তে আছে কিন্তু V তে নেই সেগুলো $i+1$ তম ইনডেক্সে ক্লোজ করছি আর যেসব অপারেশন V তে আছে কিন্তু U তে নেই সেগুলো i তম ইনডেক্সে ওপেন করছি। সুতরাং, $i-1$ সাইজের প্রিফিক্সের জন্য ওপেন অপারেশনের সেটটি হবে V । তাহলে $i \geq 1$ এর জন্য আমাদের ডিপি রিকারেন্স হবে অনেকটা এরকমঃ

$$\text{dp}_{i,U} = \min_{V \subseteq \{0,1,\oplus\}, f(A_i,V)=B_i} \{ \text{dp}_{i-1,V} + |U \oplus V|^2 \}$$

আর বেস কেইস $i = 0$ এর জন্য হবে- $\text{dp}_{0,U} = |U|$ । ফাইনাল আন্সার হবে-

$$\min_{U \subseteq \{0,1,\oplus\}} \text{dp}_{N,U}$$

ডিপি স্টেট আছে NK টা এবং একটা স্টেট থেকে ট্রানজিশন করা যায় K ভাবে, যেখানে K হলো U অথবা V এর জন্য ভ্যালিড সেটের সংখ্যা। সুতরাং, ওভারঅল কমপ্লেক্সিটি হবে $\mathcal{O}(NK^2)$ । যেহেতু $U, V \subseteq \{0,1,\oplus\}$, তাই $K = 2^3$ । কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে সেট আর রিসেট অপারেশন একসাথে থাকার কোন মানেই হয় না। এমন সাবসেটগুলো বাদ দিলে $K = 6$ হয়।

উদাহরণ ৫.৩.৩ (Codeforces Gym 100971I - Deadline). তোমাকে একটি ডিরেক্টেড গ্রাফ দেওয়া হয়েছে ($N, M \leq 2 \times 10^5$)। প্রতিটি নোড দিয়ে একটি কাজ আর ডিরেক্টেড এজ দিয়ে কোন কাজের আগে কোন কাজগুলো শেষ করতে হবে তা বুঝানো হয়েছে ($u \rightarrow v$ এজ থাকা মানে হলো u এর আগে v কাজটি শেষ করতে হবে)। প্রতিটি কাজের জন্য দুটি ভ্যালু দিয়ে দিবে তোমাকে- কাজটি করতে কতক্ষণ লাগবে (c_i) আর কাজটি কত সময়ের ভিতরে শেষ করতে হবে (d_i)। সব কাজ গুলো শেষ করার একটা উপায় বের করতে হবে তোমাকে, অথবা বলবে হবে কোনভাবেই সবগুলো কাজ শেষ করা যাবে না।

সমাধান। ডিপেন্ডেন্সি বিবেচনায় না এনে শুধু c এবং d অ্যারেগুলোর ওপর এক্সচেঞ্জ আর্গুমেন্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা পাই, কাজগুলো d_i দিয়ে সর্ট করা থাকতে হবে। তাহলে, আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা হবে অনেকটা এরকম- প্রতি ধাপে আমরা যেই নোডগুলো প্রসেস করা হয়নি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট d_i এর নোডটা নিবো (ধরো, u) এবং এই নোডটাকে আমরা যত শুরুর দিকে সম্ভব বসানোর চেষ্টা করবো। কত শুরুতে বসাতে পারি আমরা একে? আমাদেরকে অবশ্যই u এর ডিপেন্ডেন্সিগুলো সলভ করতেই হবে। তাই, যেসব নোড এখনো প্রসেস করা হয়নি তাদের মধ্যে যেসব নোডে u থেকে পৌঁছানো যায় তাদের সেট S (u নিজেও থাকবে কিন্তু) নিবো আমরা। ধরি, H হলো S দ্বারা ইন্ডিউসড সাবগ্রাফ (Induced Subgraph^৩)। এবার H এর এজ গুলো রিভার্স করে দাও এবং তারপর BFS এর মাধ্যমে H এর টপোলজিক্যাল সর্ট বের করতে হবে। কিন্তু BFS-এ FIFO (First In First Out) কিউ ব্যবহার না করে আমাদের মিনিমাম প্রায়োরিটি কিউ ব্যবহার করতে হবে। এই টপোলজিক্যাল অর্ডার আমাদের ফাইনাল সিকুয়েন্সের শেষে অ্যাড করে দিবো। ধাপগুলো চলাকালীন কোন সাইকেল পাওয়া গেলে বা আমরা শেষে

^২ \oplus অপারেটরটি হলো দুটি সেট এর Symmetric Difference, অর্থাৎ, এমন আরেকটি সেট যেখানে শুধু U অথবা V তে আছে কিন্তু তাদের ইন্টারসেকশনে নেই এমন উপাদানগুলো আছে। বিটমাস্কের ভাষায় বললে Exclusive Or বা XOR বলতে পারো। আর $|S|$ এর মানে হলো S সেট এর সাইজ।

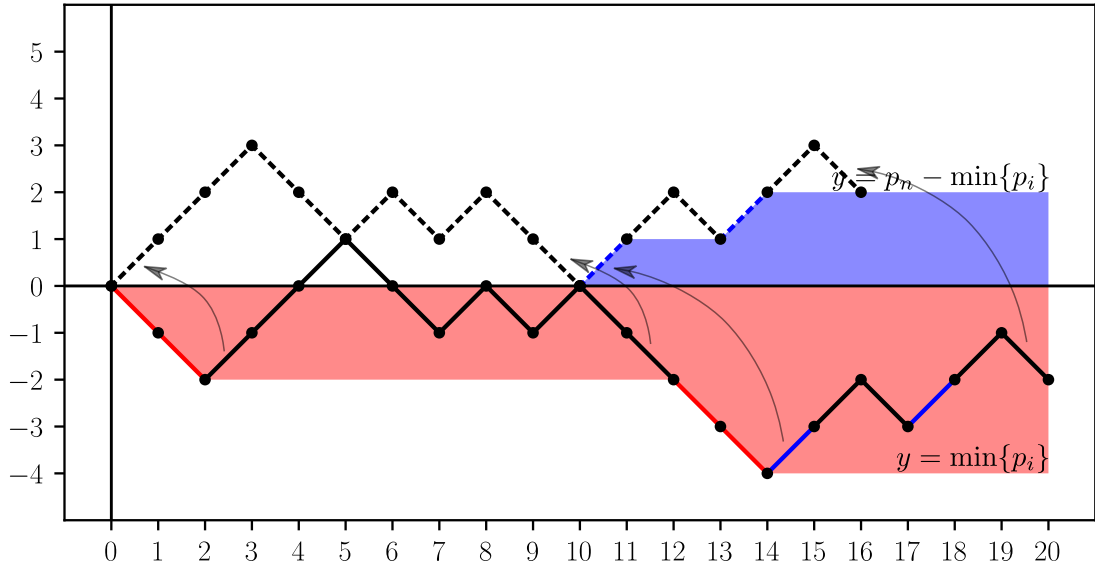
^৩একটি ভার্টেক্স সেট S এর Induced Subgraph হলো এমন একটি গ্রাফ, যেখানে S এর সব নোড থাকবে এবং মূল গ্রাফের যেসব এজ শুধু S থেকে S এই গিয়েছে শুধু সেগুলো থাকবে।

যে সিকুয়েন্স পাবো তা অনুযায়ী যদি কাজগুলো করে কোনটির ডেডলাইন পার হয়ে যায় তাহলে কাজগুলো শেষ করার কোন উপায় নেই।

এটি যদিও একটি ডিপি সমস্যা না, তবুও এই আইডিয়াটা ডিপিতে কাজে লেগে যেতে পারে। কারণ অনেক সময় আমাদের জানা থাকে না কোন অর্ডারে ডিপি ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে, যেমন আমরা হয়ত ডিরেক্টেড অ্যাসাইক্রিক গ্রাফ থেকে নোডগুলোর একটি Partial Order পেতে পারি কিন্তু যেই পেয়ারগুলোর মধ্যে কোন অর্ডার নেই সেগুলো কোন অর্ডারে প্রসেস করতে হতে পারে সেটাও প্রবলেমের একটা অংশ হতে পারে। সেজন্য আমার কাছে এই উদাহরণটি এখানে দেখানো ভালো আইডিয়া মনে হয়েছে।

উদাহরণ ৫.৩.৪ (Pieces of Parentheses). N টি ব্র্যাকেট সিকুয়েন্স দেওয়া আছে (Balanced^৪ নাও হতে পারে)। তুমি প্রথমে সেগুলো একটি ক্রমে সাজাবা, তারপর সেই ক্রমে তাদের জোড়া লাগেতে হবে এবং জোড়া লাগানো সেই স্ট্রিং থেকে কিছু ক্যারেক্টার বাদ দিতে হবে। কাজ গুলো তুমি এমনভাবে করবা যেন তোমাকে মিনিমাম সংখ্যক ক্যারেক্টার বাদ দিতে হয় কিন্তু ফাইনাল স্ট্রিংটা একটা ভ্যালিড ব্র্যাকেট সিকুয়েন্স থাকে।

সমাধান। আগে একটি স্ট্রিং এর জন্য অ্যান্সার কি হবে চিন্তা করি। আমরা সাধারণ ব্র্যাকেট ম্যাচিং অ্যালগরিদমকে এভাবে মডিফাই করতে পারি- (১ম ধাপ) যদি স্ট্যাক খালি থাকা অবস্থায় আমরা একটি Closing ব্র্যাকেট পাই তাহলে সেই ক্যারেক্টারটি ডিলিট করে দিবো, আর (২য় ধাপ) অ্যালগরিদমটি চালানোর শেষে স্ট্যাকে যেই ক্যারেক্টারগুলো বাকি থাকবে তাদের বাদ দিবো। এই মডিফিকেশন কোন কোন ক্যারেক্টার ডিলিট করছে তা যদি ব্র্যাকেট সিকুয়েন্সের প্রিফিক্স সাম গ্রাফে^৫ দেখো তাহলে বুঝতে পারবে আমাদের বরাবর $p_n - 2 \min\{p_i\}$ টি ক্যারেক্টার ডিলিট করতে হচ্ছে। খেয়াল করো, কিছু স্ট্রিং



চিত্র ৫.১: $))((())(())((()((()$ এর জন্য গ্রাফ। প্রথম ধাপে লাল ক্যারেক্টারগুলো ডিলিট হবে। এর পর আমরা লাল অংশগুলো বাদ দিয়ে বাকি অংশগুলোতে একটার পর আরেকটা জোড়া দিলে ডোরাকাটা গ্রাফটি পাবো। সেই গ্রাফের নীল ক্যারেক্টারগুলো ডিলিট করা হবে দ্বিতীয় ধাপে। মোট লাল আর নীল ছায়া করা অংশ দুটি ডিলিট হবে, যা হলো $p_n - 2 \min\{p_i\}$ ।

^৪Balanced Bracket Sequence হলো যেই ব্র্যাকেট সিকুয়েন্স যেটার মাঝখানে মাঝখানে কিছু সংখ্যা আর গাণিতিক অপারেটর বসালে একটি শুদ্ধ গাণিতিক রাশি পাওয়া যায়

^৫ধরো, x_i এর মান -1 হবে যদি ব্র্যাকেট সিকুয়েন্সের i -তম ক্যারেক্টারটি Closing ব্র্যাকেট হয়, আর নাহলে 1 । এখন $p_0 = 0$ এবং $p_i = p_{i-1} + x_i$ এর জন্য যদি আমরা (i, p_i) পয়েন্ট গুলো গ্রাফে প্লট করি তাহলে তাকে সেই ব্র্যাকেট সিকুয়েন্সের প্রিফিক্স সাম গ্রাফ বলছি আমরা।

রিআরেঞ্জ করে জোড়া লাগানোর পর সেই বড় স্ট্রিং এর p_n আর $\min\{p_i\}$ এর মান আমরা কিন্তু শুধু ছোট স্ট্রিং গুলোর p_n এবং $\min\{p_i\}$ এর মান দেখেই বলে দিতে পারি। আবার ছোট স্ট্রিং গুলো যেভাবেই সাজাও না কেনো বড় স্ট্রিং এর p_n এর মান কিন্তু একই থাকবে (সবগুলো p_n এর যোগফল)। তাহলে আমাদের উত্তর শুধু বড় স্ট্রিং এর $\min\{p_i\}$ এর মানের উপর নির্ভর করছে আর আমাদের উদ্দেশ্য হলো এর মান যতটা সম্ভব বড় করা।

আগের মতই আমরা যেকোনো একটি অপ্টিমাল সলিউশন O নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবো। O এর i -তম ছোট স্ট্রিংটার p_n কে আমরা s_i আর $\min\{p_i\}$ ^৬ কে m_i দিয়ে সূচিত করবো। ধরো সব অপ্টিমাল সলিউশনের $\min\{p_i\}$ এর মান M আর যেসব সলিউশনের $\min\{p_i\} \geq M$ তাদের আমরা ভ্যালিড সলিউশন বলবো। তাহলে O যদি একটি অপ্টিমাল সলিউশন হয় তাহলে সব i এর জন্য নিচের শর্তটি পূরণ হবে:

$$S + m_i \geq M \text{ এবং} \quad (৫.৮)$$

$$S + s_i + m_{i+1} \geq M \quad (৫.৯)$$

, যেখানে $S = \sum_{j=1}^{i-1} s_j$ । এখন, আমরা যদি i আর $i+1$ সোয়াপ করতে না পারি তাহলে-

$$S + m_{i+1} < M \text{ অথবা} \quad (৫.১০)$$

$$S + s_{i+1} + m_i < M \quad (৫.১১)$$

আগের প্রবলেমের মতো এখানে (৫.৯) থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি না (৫.১০) মিথ্যা, কারণ s_i ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য যেকোনোটিই হতে পারে। তাহলে কি করা যায়? দুটি কেইস আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারি আমরা- s_i ধনাত্মক হলে অবশ্যই সেটাকে একটি ঋণাত্মক বা শূন্য s_{i+1} এর আগে রাখা উচিত, কারণ আগে রাখলে আমাদের কোনো লস হচ্ছে না বরং পরের কোনো স্ট্রিং-এ এই লাভটা কাজে লেগে যেতে পারে। এটাকে আরেকটু গুছিয়ে বললে হয়- যদি একটি অপ্টিমাল সলিউশনের $s_i \leq 0$ এবং $s_{i+1} > 0$ হয় তাহলে আমরা এই দুটি উপাদান এক্সচেঞ্জ করলে যে সলিউশন পাবো সেটিও একটি ভ্যালিড সলিউশন হবে^৭। এবার প্রশ্ন হলো s_i আর s_{i+1} দুটোই ধনাত্মক হলে কি হবে? চিন্তা করে দেখো, যদি অপ্টিমাল সলিউশনে $m_i < m_{i+1}$ হয় তাহলে এখানেও এদের সোয়াপ করলে সলিউশনটি ভ্যালিড থাকবে। কিন্তু আমরা এখানে কোনো কারণ ছাড়া এক্সচেঞ্জ করছি কেন মনে হতে পারে। আগের এক্সচেঞ্জ এর উদ্দেশ্য ছিল সলিউশন ভ্যালিড রেখে আমাদের কিছু প্রফিট আদায় করা, যেগুলো আমরা পরে খরচ করতে পারবো। এখানেও একই। আমরা যদি $m_i > m_{i+1}$ অর্ডারে রাখি তাহলে পরে বৃহত্তর লস (m ভালু গুলোকে লস মনে করো) এর জন্য আমরা আগে থেকে বাঁচিয়ে রাখা কিছু প্রফিট (s_i) ব্যবহার করতে পারবো।

এবার আসা যাক s_i আর s_{i+1} উভয়ই ঋণাত্মক বা শূন্য হলে কি হবে। খেয়াল করো, এখন কিন্তু আমরা (৫.৯) থেকে বলতে পারি (৫.১০) মিথ্যা! এখন ৫.৩.১ প্রবলেম এর মতো করে আমরা এরকম একটা অসমতা পাবো:

$$s_i - m_i > s_{i+1} - m_{i+1} \quad (৫.১২)$$

তাহলে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো- প্রথমে সব ধনাত্মক s_i কে আগে রাখতে হবে আর বাকি গুলো পরে। তারপর ধনাত্মক s_i গুলোর মধ্যে আমরা $i < j$ এর জন্য $m_i > m_j$ অর্ডারে সাজাবো আর ধনাত্মক বা শূন্য s_i গুলোর ক্ষেত্রে আমরা $i < j$ এর জন্য $s_i - m_i > s_j - m_j$ অনুযায়ী সাজাবো। এই Comparator টা কিন্তু একটা Complete Order^৮!

এখন কিন্তু আরেকটি কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে! আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমরা সোয়াপ করতে পারবো না অর্থাৎ সোয়াপ করলে সলিউশনটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। কিন্তু সোয়াপ করলে পারলে (৫.১২) অনুযায়ী সাজালেও যে সেটি একটি ভ্যালিড সলিউশন থাকবে তা প্রমাণ করতে হবে। এটা ৫.৩.১ প্রবলেমটির মতো করে প্রভ করার চেষ্টা করো।

^৬এখানে i -তম স্ট্রিং এর জন্য খালি p_i বিবেচনা করছি- এরকম না। আসলে সব জায়গায় $\min\{p_i\}$ দিয়ে ঐ স্ট্রিং এর প্রিফিক্স সাম গুলোর মিনিমাম ভালু বুঝানো হচ্ছে।

^৭প্রমাণ করে দেখো।

^৮ভেরিফাই করে দেখো।

৫.৪ অনুশীলনী

অনুশীলনী ৫.৪.১ (Codeforces 1354F - Summoning Minions). তোমার কাছে n ($1 \leq n \leq 75$)-টা মিনিয়ন আছে এবং তুমি তাদের হাজির করতে পারো। i -তম মিনিয়নের প্রথমিক পাওয়ার লেভেল হলো a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$), এবং যখন তুমি এই মিনিয়নটিকে হাজির করবে, তখন আগের মিনিয়ন সবগুলোর পাওয়ার b_i ($0 \leq b_i \leq 10^5$) করে বেড়ে যাবে। মিনিয়নগুলোকে তুমি যেকোনো ক্রমে হাজির করতে পারবা। কিন্তু একটা শর্ত আছে, তুমি যেকোনো সময় k ($1 \leq k \leq n$) টার বেশি মিনিয়ন হাজির করে রাখতে পারবে না। তুমি যেকোনো সময় হাজির করা মিনিয়নকে ধ্বংস করে দিতে পারবা – অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিটা মিনিয়নকে তুমি সর্বোচ্চ একবার হাজির (বা ধ্বংস) করতে পারবা। তোমার লক্ষ্য হলো সবচাইতে শক্তিশালী মিনিয়নের আর্মি হাজির করা, অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত থাকা (যেগুলো হাজির করেছ, কিন্তু ধ্বংস করেনি) মিনিয়নগুলোর পাওয়ার লেভেলের যোগফল ম্যাক্সিমাইজ করা। প্রতিটা ইনপুট ফাইলে $T \leq 75$ টা টেস্ট কেইস থাকতে পারে।

অধ্যায় ৬

পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন

৬.১ পলিনমিয়াল নিয়ে কিছু কথা

তোমরা বহুপদী বা পলিনমিয়াল নিয়ে আগে হয়ত কাজ করেছ। সবচেয়ে বহুল প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে দ্বিঘাতী সমীকরণগুলো। যেমন ধর

$$2x^2 + 5x - 15$$

এটি একটি দ্বিঘাতী পলিনমিয়াল (second degree)। আবার নিচের পলিনমিয়ালটি একটি ত্রিঘাতী পলিনমিয়াল (third degree)

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 3$$

সাধারণভাবে বলতে গেলে

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

একটি n ঘাতী পলিনমিয়াল (n th degree)। পাঠ্যবইয়ের ভাষায় বলতে গেলে একটি n ঘাতী পলিনমিয়াল হল এমন একটি এক চলক বিশিষ্ট ফাংশন যার ঘাতগুলো অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং সর্বোচ্চ ঘাত n ।

পলিনমিয়াল কী তা হয়ত সবাই বুঝতে পেরেছ। কিন্তু পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছে। আমরা জানি পলিনমিয়ালগুলো বিশেষ ধরনের ফাংশন। ধর আমাদের একটা অজানা পলিনমিয়াল $P(x)$ বের করতে হবে। শুধু জানা আছে $P(x)$ একটি n ডিগ্রি পলিনমিয়াল, এবং দেওয়া আছে

$$P(x_0) = y_0$$

$$P(x_1) = y_1$$

$$P(x_2) = y_2$$

$$\vdots$$

$$P(x_n) = y_n$$

অর্থাৎ $n + 1$ টা $P(x) = y$ আকারের শর্ত দেওয়া আছে। শুধু এটুকু জানলেই কী $P(x)$ কে বের করে ফেলা সম্ভব? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। সাধারণভাবে বলা যায়, যদি আমরা পলিনমিয়ালের ডিগ্রি বা ঘাত সম্পর্কে জানি (ধর এই ডিগ্রি n), এবং $n + 1$ টি ভিন্ন ভিন্ন x এর জন্য $P(x)$ এর মান জানি, তাহলে আমরা পলিনমিয়ালটিকে বের করে ফেলতে পারব (শুধু তাই নয়, সব শর্ত মেনে চলে এমন পলিনমিয়াল একটাই পাওয়া যাবে)। এই যে $n + 1$ টি $P(x)$ এর মান থেকে আমরা n ডিগ্রি পলিনমিয়ালটিকে বের করে ফেললাম এই প্রসেসটাকেই বলা হয় পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন।

পরবর্তী সেকশনে যাওয়ার আগে পলিনমিয়ালের ডিগ্রির ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। যদিও এগুলো সবারই জানার কথা, তবুও পরবর্তীতে এটা অনেক জায়গায় কাজে লাগবে বলে আবার বলছি

১. একটি n ডিগ্রি পলিনমিয়ালের সাথে আরেকটা m ডিগ্রি পলিনমিয়াল যোগ করলে যোগফলের ডিগ্রি হবে $\max(n, m)$ ।
২. একটি n ডিগ্রি পলিনমিয়ালের সাথে আরেকটা m ডিগ্রি পলিনমিয়াল বিয়োগ করলে বিয়োগফলের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হবে $\max(n, m)$ । তবে এর চেয়ে কমও হতে পারে।
৩. একটি n ডিগ্রি পলিনমিয়ালের সাথে আরেকটা m ডিগ্রি পলিনমিয়াল গুন করলে গুনফলের ডিগ্রি হবে $n + m$ ।

৬.২ কীভাবে পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন কাজ করে

কীভাবে পলিনমিয়ালটাকে বের করতে পারব সেটা বুঝার জন্য শুরুতেই একটা সহজ উদাহরণ দেখা যাক।

উদাহরণ ৬.২.১. এমন দ্বিঘাতী পলিনমিয়াল বের কর যেন

$$P(1) = -3$$

$$P(4) = 0$$

$$P(5) = 0$$

সমাধান। তোমরা এটা নিশ্চয় জানো যদি কোন বহুপদী বা পলিনমিয়াল $f(x)$ এর জন্য $f(a) = 0$ হয় তাহলে $(x - a)$ পলিনমিয়ালটির একটি উৎপাদক। আমরা এ জিনিসটিই এখানে ব্যবহার করব। প্রশ্ন অনুযায়ী

$$P(4) = 0$$

$$P(5) = 0$$

তার মানে $(x - 4)$ এবং $(x - 5)$ উভয়েই $P(x)$ এর উৎপাদক। তাই আমরা $P(x)$ কে এভাবে লিখতে পারি

$$P(x) = (x - 4)(x - 5)Q$$

এখানে Q কিন্তু একটি ধ্রুবক হবে। কারণ হল $(x - 4)$ এবং $(x - 5)$ এর গুণফল নিজেই একটি দ্বিঘাতী পলিনমিয়াল। তাই Q এর ঘাত শূন্য হতে হবে (উভয় পাশে ডিগ্রি বা ঘাত সমান রাখার জন্য), অর্থাৎ Q কে একটি ধ্রুবকই হতে হবে। উপরের সমীকরণে আমরা $x = 1$ বসালেই কিন্তু Q এর মান বের করে ফেলতে পারব

$$P(1) = (1 - 4)(1 - 5)Q = -3$$

$$\Rightarrow Q = \frac{-3}{12}$$

সুতরাং $P(x)$ এর মান হচ্ছে

$$P(x) = \frac{-3}{12}(x - 4)(x - 5)$$

এখন একে বিস্তার (expand) করে দিলেই $P(x)$ এর সব সহগগুলো বের করে ফেলতে পারব।

এবার আরেকটু কঠিন উদাহরণ দেখা যাক

উদাহরণ ৬.২.২. এমন দ্বিঘাতী পলিনমিয়াল বের কর যেন

$$P(1) = -1$$

$$P(2) = -5$$

$$P(3) = 3$$

সমাধান। আগের উদাহরণটি আমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল কেন বল তো? কারণ ছিল একটি বাদে বাকি $P(x)$ গুলোর মান 0 ছিল। তাই আমরা $P(x)$ এর সব উৎপাদক বের করে ফেলতে পেরেছিলাম। কিন্তু এখানে কোন $P(x) = 0$ নেই। তাহলে কী করা যায়?

আমরা কিছুটা আগের উদাহরণের মতই চেষ্টা করব। ধরে নাও, শুধু $P(x) = -1$ বাকি $P(x)$ গুলোর মান 0 (অর্থাৎ $P(2) = P(3) = 0$)। তাহলে আমরা আগের উদাহরণের মত একটি পলিনমিয়াম বের করতে পারব। এই পলিনমিয়ালের নাম দিলাম P_1 ।

একইভাবে এবার ধর শুধু $P(2) = -5$, বাকি $P(x)$ গুলোর মান 0 (অর্থাৎ $P(1) = P(3) = 0$)। এবারও আরেকটি পলিনমিয়াল P_2 বের হবে।

শেষমেষ তৃতীয় পলিনমিয়াল P_3 বের করার জন্য $P(3) = 3$ এবং $P(1) = P(2) = 0$ ধরে নিয়ে সমাধান করতে হবে। এভাবে আমরা তিনটি পলিনমিয়াল P_1, P_2, P_3 পেলাম।

আমাদের কাজ কিন্তু প্রায় শেষ। এখন পলিনমিয়াল তিনটিকে যোগ করে দিলেই কাঙ্ক্ষিত পলিনমিয়ালটি পেয়ে যাব। অর্থাৎ

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

এর কারণও খুব সহজ।

$$P(1) = P_1(1) + P_2(1) + P_3(1) = (-1) + 0 + 0 = -1$$

$$P(2) = P_1(2) + P_2(2) + P_3(2) = 0 + (-5) + 0 = -5$$

$$P(3) = P_1(3) + P_2(3) + P_3(3) = 0 + 0 + (+3) = 3$$

P_1, P_2, P_3 সবগুলোই 2 ডিগ্রি পলিনমিয়াল হওয়ায় P ও 2 ডিগ্রি পলিনমিয়াল হবে। অর্থাৎ যেহেতু P সব শর্ত সিদ্ধ করে করে, তাই এটিই নির্ণেয় উত্তর।

এখানে আমরা দ্বিঘাতী পলিনমিয়ালের জন্য ইন্টারপোলেশন করেছি। কিন্তু একই নিয়মে উপরের ঘাতের পলিনমিয়ালগুলোর জন্যও ইন্টারপোলেশন করা যাবে।

৬.৩ ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন

আমরা কিন্তু ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন ইতোমধ্যে শিখে ফেলেছি। আগের উদাহরণগুলোয় আমরা যেভাবে পলিনমিয়ালটা বের করেছি সেটার প্রচলিত নাম হচ্ছে ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশন। n ডিগ্রি পলিনমিয়ালের জন্য আমাদের ইন্টারপোলেশন করতে হবে এভাবে: যদি

$$P(x_0) = y_0$$

$$P(x_1) = y_1$$

$$P(x_2) = y_2$$

$$\vdots$$

$$P(x_n) = y_n$$

হয়, তাহলে n ডিগ্রি পলিনমিয়াল $P(x)$ বের করার জন্য

→ প্রথমে প্রত্যেক i এর জন্য $P(x_i) = y_i$ এবং $P(x_j) = 0$ (যেখানে $i \neq j$) ধরে নিয়ে একটি পলিনমিয়াল বের করতে হবে। অর্থাৎ আমরা এভাবে $n+1$ টি n ডিগ্রি পলিনমিয়াল পাব। আগের উদাহরণটির মত যদি সমাধান কর তাহলে দেখবে i তম পলিনমিয়াল P_i হবে

$$P_i(x) = y_i \times \prod_{\substack{j=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

→ এরপর প্রত্যেক পলিনমিয়ালকে বিস্তার করে দাও (এ কাজটি ফাস্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম দিয়ে করা যায়; তবে আমাদের বইয়ের আলোচনার জন্য এটি দরকার নেই, $O(n^2)$ কম্প্লেক্সিটিতে বিস্তার করাই যথেষ্ট)।

→ শেষ ধাপে আমাদের $n+1$ টি পলিনমিয়াল যোগ করে দিতে হবে। যোগফলই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পলিনমিয়াল। অর্থাৎ

$$P(x) = \sum_{i=0}^n P_i(x)$$

এটাই ল্যাগ্রাঞ্জ ইন্টারপোলেশনের অ্যালগরিদম।

৬.৪ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং-এর সাথে সম্পর্ক

আপাতদৃষ্টিতে পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশনের সাথে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর তেমন কোন সম্পর্ক বুঝা যাচ্ছে না। সত্য কথা বলতে কিছু উদাহরণ না দেখালে এ সম্পর্ক পুরোপুরি বুঝতে পারবে না। তবে মূল আইডিয়াটা হল এমন:

ধর তোমার ডিপির কোন এক স্টেট বিশাল বড় হয়ে গেছে (10^9 ধরতে পার)। এমন কিছু প্রব্লেমে ডিপিটাকে ওই স্টেটটির একটি পলিনমিয়াল হিসেবে চিন্তা করা যায়। অর্থাৎ ডিপি থেকে তুমি সেই স্টেটটি পুরোপুরি সরিয়ে ফেলতে পার। উদাহরণ হিসেবে ধর আমাদের একটি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর জন্য $f_{i,j}$ বের করতে হবে। এখানে j এর মান বিশাল বড় হতে পারে। তুমি কোনোভাবেই $f_{i,j}$ এর সব j এর জন্য মান বের করতে পারবে না। তাহলে কী করা যায়? এক্ষেত্রে সমাধান হল $f_{i,j}$ কে j এর একটি পলিনমিয়াল ধরতে পার। অর্থাৎ

$$f_i(j) = \sum_{k=0}^n a_k j^k$$

যদি এমন একটা পলিনমিয়াল সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের সব j এর জন্য $f_{i,j}$ এর মান বের করতে হচ্ছে না। শুধু $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ এর মান গুলো জানা থাকলেই আমরা যেকোনো j এর জন্য সহজেই $f_{i,j}$ এর মান বের করতে পারব।

এখন কথা হচ্ছে সব রিকারেন্সের জন্যই এমন একটি পলিনমিয়াল পাওয়া সম্ভব? অবশ্যই না। অনেক ক্ষেত্রেই এমন পাওয়া সম্ভব, আবার অনেক সময় পাওয়া সম্ভব না। কখন এটা খাটবে সেটা তোমাকেই প্রমাণ করে নিতে হবে। আসল কন্টেন্টের সময় অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করাও যথেষ্ট (অভিজ্ঞ প্রোগ্রামাররা কিছু ক্ষেত্রে তাই করে)। তবে এটা বুঝার একটি উপায় হল যদি তোমার একটি স্টেট বেশ বড় হয় এবং রিকারেন্সের মধ্যে সব বীজগাণিতিক অপারেটর ব্যবহার করা হয় (যেমন যোগ, বিয়োগ, গুন; max, min, xor এসব কিন্তু বীজগাণিতিক অপারেটর নয়) তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন খাটে।

৬.৪.১ কিছু উদাহরণ

এবার কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

প্রবলেম ৬.৪.১. (Luogu P4463) তোমার কাছে দুটি সংখ্যা n এবং k দেওয়া আছে ($1 \leq n \leq 500, 1 \leq k \leq 10^9$)। কোন একটা n দৈর্ঘ্যের সিকুয়েন্স a কে **ভালো** বলা হবে যদি a এর সংখ্যাগুলো 1 থেকে k এর মধ্যে থাকে এবং সবগুলো সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়। a এর সংখ্যাগুলোর গুণফলকে বলা হয় a সিকুয়েন্সটির **ভ্যালু**। তোমাকে যতগুলো সম্ভাব্য **ভালো** সিকুয়েন্স আছে সবগুলোর ভ্যালুর যোগফল বলতে হবে।

সমাধান। k এর বিশাল লিমিট দেখে ভয় পেয়ে যেয়ো না। প্রথমে আমরা ডিপির স্টেট আর রিকারেন্সটা বের করি। বোঝাই যাচ্ছে স্টেটে আমাদের n এবং k দুটোই রাখা লাগবে। প্রব্লেমের সুবিধার্থে ধর আমাদের ভালো সিকুয়েন্সটার সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজানা থাকবে। এটা ধরে সমাধান করার পর $n!$ দিয়ে গুন করলেই উত্তর পেয়ে যাব। এখন থেকে আমরা রিকারেন্সটি লেখতে পারি এভাবে

$$f_{n,k} = f_{n,k-1} + k \times f_{n-1,k-1}$$

যদি সিকুয়েন্সটির শেষ সংখ্যাটি k এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে প্রতিটি সংখ্যা 1 থেকে $k-1$ এর মধ্যে থাকবে। এই n টি দৈর্ঘ্যের ভালো সিকুয়েন্সগুলোর ভ্যালুর যোগফল হবে $f_{n,k-1}$ । আবার যদি শেষ সংখ্যাটি ঠিক k এর সমান হয় তাহলে বাকি $n-1$ টি সংখ্যা 1 থেকে $k-1$ এর মধ্যে থাকবে। এই $n-1$ দৈর্ঘ্যের সিকুয়েন্সগুলোর ভ্যালুর যোগফল হবে $f_{n-1,k-1}$ । তবে এর সাথে k গুন দিতে হবে, কারণ n তম সংখ্যাকে আমরা k ধরেছি। তাই $n-1$ দৈর্ঘ্যের সিকুয়েন্সগুলোর ভ্যালুগুলো k দিয়ে গুন হবে। এ পর্যন্ত আমরা যা যা বের করলাম তা বেশ সহজ-ই। আগের চ্যাপ্টারেগুলোতে আমরা এর চেয়েও কঠিন ডিপি বের করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সমস্যা এখনো মোটেই সমাধান হয়নি। এই ডিপি ক্যাকুলেট করতে আমাদের $O(nk)$ কমপ্লেক্সিটি প্রয়োজন, যেটা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

এর সমাধান হল মনে মনে চিন্তা কর $f_{i,j}$ আসলে j এর একটি পলিনমিয়াল। যেহেতু j এর পলিনমিয়াল তাই $f_{i,j}$ এর পরিবর্তে আমরা $f_i(j)$ লেখব। কিন্তু কত ডিগ্রি পলিনমিয়াল সেটা বুঝব কি করে? আগের রিকারেন্সটাতে ফেরত যাই। রিকারেন্সটা একটু গুছিয়ে এভাবে লেখা যায়

$$f_i(j) - f_i(j-1) = j \times f_{i-1}(j-1)$$

$f_i(j)$ এর পলিনমিয়ালের ডিগ্রি $g(i)$ হলে বামপক্ষের ডিগ্রি হবে $g(i)-1$, কারণ যেকোনো পলিনমিয়াল P এর জন্য $P(x) - P(x-1)$ এর ডিগ্রি হয় $\deg P - 1$ (এটা নিজে প্রমাণ করার চেষ্টা কর)। আবার ডান পক্ষের ডিগ্রি হবে $g(i-1) + 1$ । দুটি সমান হতে হলে $g(i) - 1 = g(i-1) + 1$ হতে হবে। এটি সমাধান করলে দেখবে $g(i) = 2i$ । অর্থাৎ $f_n(x)$ পলিনমিয়ালের ডিগ্রি $2n$ ।

আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল এখন। আগে আমাদের $f_n(1), f_n(2), \dots, f_n(k)$ সবগুলো মান বের করতে হচ্ছিল। কিন্তু এখন আমাদের জন্য শুধু $f_n(1), f_n(2), \dots, f_n(2n+1)$ এর মানগুলো বের করাই যথেষ্ট। এরপর এই মান গুলো দিয়ে পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন করলেই আমরা f_n এর পলিনমিয়াল পেয়ে যাব। লক্ষ্য কর, পলিনমিয়ালের ডিগ্রি $2n$ হওয়াতে আমাদের $2n+1$ টা পয়েন্টে ডিপির মান বের করতে হয়েছে।

আমাদের সমাধানের মধ্যে কিন্তু একটা ঘাপলা থেকে গিয়েছে। আমরা শুরুতেই ধরে নিয়েছিলাম $f_{i,j}$ আসলে j এর একটি পলিনমিয়াল হবে। কিন্তু আসলেই যে পলিনমিয়াল হবে সেটা প্রমাণ করা হয় নি। সত্য কথা বলতে গেলে প্রমাণের অনেকখানি কাজ আমরা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি। ডিগ্রির শর্তগুলো যখন বের করছিলাম তখন এর সাথে গাণিতিক আরোহ জুড়ে দিলেই প্রমাণ হয়ে যেত। এ কাজটি তোমাদের জন্য রেখে দিলাম।

প্রবলেম ৬.৪.২. (Codeforces Round 492 Div1 F) n টি নোডের একটি রুটেড ট্রি (rooted tree) দেওয়া থাকবে, যেখানে ১ নম্বর নোডটি হল রুট। ট্রি এর প্রত্যেক নোডে 1 থেকে D এর মধ্যে একটি সংখ্যা বসাতে হবে যেন রুট ব্যতীত যেকোনো নোডে বসানো সংখ্যা তার প্যারেন্টের সংখ্যার চেয়ে ছোট হয়। কতভাবে সংখ্যাগুলো বসানো যাবে। ($1 \leq n \leq 3000, 1 \leq D \leq 10^9$)

সমাধান। এটা অনেকটা আগের সমস্যাটার মতই। এর ডিপিটাও আগের সমস্যার ডিপির মত অনেকটা, তাই পড়া থামিয়ে নিজে বের করার চেষ্টা কর আগে।

আমরা ডিপিটাকে সংজ্ঞায়িত করব এভাবে: $f_u(j)$ = নোড u এর সাবট্রিতে 1 থেকে j এর মধ্যে সংখ্যাগুলো কতভাবে বসানো যায় যেন প্রত্যেক কোন চাইল্ডে প্যারেন্টের চেয়ে বড় সংখ্যা না থাকে। তাহলে রিকারেন্স হবে

$$f_u(j) = f_u(j-1) + \prod_{v \in \text{child}(u)} f_v(j-1)$$

এর ব্যাখ্যাও প্রায় আগের সমস্যার মতই। u নোডে যদি j না বসাই তাহলে সাবট্রির প্রত্যেক নোডে 1 থেকে $j-1$ এর মধ্যে কোন একটি সংখ্যা বসাতে হবে, যেটি করা যায় $f_u(j-1)$ উপায়ে। আর যদি u নোডে j বসাই তাহলে u এর চাইল্ডগুলোতে 1 থেকে $j-1$ এর মধ্যে সংখ্যাগুলো বসাতে হবে, যেটি করা যায় $\prod_{v \in \text{child}(u)} f_v(j-1)$ উপায়ে।

এবার আগের মতই আবার ধরব $f_u(j)$ একটি পলিনমিয়াল যার ডিগ্রি $g(u)$ । রিকারেন্সটি একটু সাজিয়ে লেখলে পাই

$$f_u(j) - f_u(j-1) = \prod_{v \in \text{child}(u)} f_v(j-1)$$

এর দুইপাশে ডিগ্রি সমতা করলে পাব

$$g(u) - 1 = \sum_{v \in \text{child}(u)} g(v)$$

এই রিকারেন্সটিকে চিনতে পেরেছ? সাবট্রি সাইজ বের করার জন্য আমরা ঠিক এরকম একটি রিকারেন্স ব্যবহার করি। এখান থেকে বোঝা যায় যে $g(u)$ এর মান আসলে u এর সাবট্রি তে যতগুলো নোড আছে তার সমান হবে। অর্থাৎ রুট 1 এর জন্য পলিনমিয়ালের ডিগ্রি হবে ঠিক ঠিক n । সুতরাং আমাদের $f_1(1), f_1(2), \dots, f_1(n)$ এর মান বের করে পলিনমিয়াল ইন্টারপোলেশন করে দিলেই হচ্ছে।

এখানেও আমরা গাণিতিক আরোহ ব্যবহার করে পুরো জিনিশটা ফরমালি প্রমাণ করতে পারি। বেস কেইস হবে লিফ নোডগুলো। লিফ নোডগুলোয় $f_u(j) = j$ হয়, অর্থাৎ এটাকে আমরা 1 ডিগ্রি পলিনমিয়াল হিসেবে চিন্তা করতে পারি। লিফ ছাড়া অন্য নোড u এর জন্য চাইল্ডের জন্য f_v (v , u এর চাইল্ড) পলিনমিয়াল হবে এটা সত্য ধরে নিয়ে f_u এর জন্যও পলিনমিয়াল হবে এটা প্রমাণ করতে পারি।

অধ্যায় ৭

ডিজিট ডিপি

কিছু কিছু সমস্যায় তোমাকে কোন একটা রেঞ্জের মধ্যে বিশেষ কোন ধর্ম সিদ্ধ করে এমন পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হয়। এমন সমস্যা দেখলে মনে হয় হয়ত গাণিতিক কোন ধর্ম ব্যবহার করে এগুলো সমাধান করতে হবে। এই ধরনের সমস্যাও যে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে সমাধান করা যায় তা সহজে আন্দাজ করা যায় না। ডিজিট ডিপি এমনই একটি টেকনিক। আমরা এ পর্যন্ত যেসব প্রবলেম দেখেছি তার চেয়ে এটি বেশ ভিন্ন ধরনের। তবে মূল আইডিয়াটা ধরতে পারলে এটি মোটেও কঠিন কোন ডিপি নয়।

৭.১ সংখ্যা নিয়ে কিছু কথা

ডিজিট ডিপি বুঝতে হলে আমরা দুটি পূর্ণসংখ্যা কীভাবে তুলনা করি সেটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। দুটি সংখ্যা দেওয়া থাকলে কোনটি কোনটি ছোট সেটা হয়ত একটা বাচ্চাও বলতে পারবে। কিন্তু আমরা সংখ্যা তুলনা করার সময় যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করলাম (মনের অজান্তে হলেও) সেটা নিয়ে চিন্তা করি না। ডিজিট ডিপি বোঝার জন্য আমাদের এই প্রসেসটোর একটু গভীরে যেতে হবে। একটি উদাহরণ দেখা যাক। ধর তোমার কাছে দুটি সংখ্যা $a = 56744$ এবং $b = 56729$ দেওয়া আছে। তোমাকে বলতে হবে কোনটা বড়। এর জন্য আমরা যেটা করি তা হল সংখ্যা দুটির অঙ্কগুলোকে বাম থেকে ডান দিকে এক এক করে তুলনা করতে থাকি। প্রথম যে সংখ্যাতে ছোট ডিজিট পাবো সেটাকেই ছোট সংখ্যা বলে ঘোষণা করে দিতে পারব। নিচের ছবিটা দেখ। a আর b এর ডিজিটগুলোকে নিচে নিচে লেখেছি।

5	6	7	4	4
---	---	---	---	---

5	6	7	2	9
---	---	---	---	---

আমরা বাম দিকে থেকে ডিজিটগুলো এক এক করে তুলনা করেছি এবং চতুর্থ ডিজিটে প্রথম ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক পেয়েছি (mismatch পেয়েছি)। উপরের সংখ্যার অঙ্কটি বড় তাই উপরেরটিই বড় সংখ্যা। একটা জিনিশ খেয়াল কর। চতুর্থ ডিজিটের পর কোন কোন ডিজিট আসলো তা কিন্তু আমাদের আর দেখারই দরকার নাই। প্রথম যে পজিশনে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গেছে সেটা দিয়েই সংখ্যা দুটি তুলনা করা যাবে। এখানে a আর b তে একই সংখ্যক অঙ্ক ছিল বলে আমাদের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু দুটিতে একই সংখ্যক অঙ্ক না থাকলেও কিন্তু আমরা আগে কিছু শূন্য বসিয়ে দুটিকে সমান ডিজিট বিশিষ্ট সংখ্যা বানিয়ে নিতে পারতাম। তাই এই অ্যালগরিদম আসলে যেকোনো দুটি সংখ্যা তুলনা করার ক্ষেত্রেই খাটবে। আর এই আইডিয়া ব্যবহার করেই ডিজিট ডিপির সব কাজ করা হয়।

এবার একটু ভিন্ন দিকে আসা যাক। ধর তোমাকে 123456 এর চেয়ে ছোট একটা সংখ্যা বানাতে বলা হল। কিন্তু তোমার ছোট ভাই এসে বাম দিকের কিছু অঙ্ক অলরেডি বসিয়ে দিয়েছে। তোমাকে বাকি অঙ্কগুলো পূরণ করতে হবে। যেমন নিচের সংখ্যাতে তোমার ভাই প্রথম তিনটা সংখ্যা বসিয়ে দিয়েছে

1	2	0			
---	---	---	--	--	--

এখানে তুমি বাকি দুটি ঘরে যে অঙ্কই বসাও না কেন সংখ্যাটি 123456 এর চেয়ে ছোট হবে। কারণ 123456 এর তৃতীয় ডিজিট 3 কিন্তু আমাদের তৈরি করা সংখ্যাতে তৃতীয় ডিজিট 0। তাই বাকি ঘরগুলোতে যেটাই বসাও না কেন 123456 এর চেয়ে বড় সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু যদি তোমার ছোট ভাইয়ের বসানো সংখ্যাগুলো এমন হয়

1	2	5			
---	---	---	--	--	--

তাহলে তুমি বাকি ঘরগুলোতে যাই বসাও না কেন 123456 এর চেয়ে ছোট সংখ্যা বানাতে পারবে না (একই কারণ)। আরেকটা কেইস আছে। সেটা হল যদি বসানো সংখ্যাগুলো এমন হয়

1	2	3	?		
---	---	---	---	--	--

এ ক্ষেত্রে তোমার কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। ? চিহ্নিত ঘরটাতে তুমি যেকোনো সংখ্যা বসাতে পারবে না। তোমাকে সেখানে অবশ্যই 4 এর সমান বা ছোট একটি ডিজিট বসাতে হবে, নাহলে সংখ্যাটি বড় হয়ে যাবে।

আমাদের আলোচনার মূল পয়েন্ট হল তুমি যদি বাম থেকে ডান দিকে ডিজিট বসাতে থাক তাহলে কোন পজিশনে ডিজিট বসানোর সময় কেবল এটা জানাই যথেষ্ট যে মূল সংখ্যার ডিজিটগুলোর সাথে আমাদের বানানো সংখ্যার ডিজিটগুলোর কোথাও মিসম্যাচ (mismatch) হয়েছে কিনা, অর্থাৎ মূল সংখ্যা থেকে ভিন্ন কোনো ডিজিট কোনো পজিশনে বসিয়েছি কিনা। যদি বসিয়ে থাকি তাহলে পরবর্তী ফাঁকা ঘরটাতে আমরা যেকোনো ডিজিট বসাতে পারব। আর যদি না বসিয়ে থাকি তাহলে ফাঁকা ঘরটিতে এমন একটি ডিজিট বসাতে হবে যেন তা মূল সংখ্যার ডিজিটের চেয়ে বড় না হয়ে যায়।

খন্ড I

বাছাইকৃত কিছু সমস্যার হিঁট সমূহ

